ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-105 ■ 14 January, 2026 ■ আগরতলা ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৯ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসের থাবা

আক্রান্ত ২, সংস্পর্শে ১২০

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ।। ১৯ বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গে ফের নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতে নিপা ভাইরাসের দুইটি সন্দেহভাজন সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে। সোমবার রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। আক্রান্তরা একই বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত একজন পুরুষ নার্স ও একজন মহিলা নার্স। দু'জনেরই শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং বর্তমানে তাঁদের ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন এমন ১২০ জনকে এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদেরকে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

আধিকারিকদের মতে, গত ডিসেম্বরে ওই দুই স্বাস্থ্যকর্মী পূর্ব মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় নিজেদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, নিপা ভাইরাসের দুইটি সন্দেহভাজন সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। দু'জনই একই হাসপাতালে কর্মরত এবং বর্তমানে সেখানেই ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে।"

আরেক আধিকারিক জানান, আক্রান্তদের নমুনা পরীক্ষার জন্য পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব ও স্বাস্থ্য সচিব উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকও করেছেন।

উল্লেখ্য, নিপা ভাইরাস সাধারণত ফলখেকো বাদুড়ের শরীরে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, কীভাবে এই ভাইরাস বাদুড় থেকে শূকর, গবাদি পশু বা মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে বাদুড়ের লালা বা মূত্র দ্বারা দূষিত বস্তুর সংস্পর্শে এলে মানুষ ও প্রাণী উভয়ই আক্রান্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। নিপা ভাইরাসে মৃত্যুহার প্রায় ৭০ শতাংশ।

রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব এন এস নিগম জানান, যে জেলাগুলিতে ওই দুই স্বাস্থ্যকর্মী গিয়েছিলেন, সেখানসহ উত্তর ২৪ পরগনায় কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং শুরু হয়েছে। তাঁদের সংস্পর্শে আসা কয়েকজনকে চিহ্নিত করে বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর আমরা নজর রাখছি। নিপা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য রাজ্যের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। ইতিমধ্যে বেলেঘাটা আইডি-কে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেখানে ১০টি এমার্জেন্সি শয্যা এবং ওয়ার্ডে ৬৮টি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। এ ছাড়া, ভেন্টিলেশনও প্রস্তুত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসের অন্তত দুইটি সন্দেহভাজন সংক্রমণের ঘটনা সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের ফেনিতে হিন্দু অটোচালককে নৃশংসভাবে খুন

ফেনি, ১৩ জানুয়ারী ।। বাংলাদেশের ফেনি জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় রবিবার গভীর রাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন এক হিন্দু অটো-রিকশা চালক। নিহতের নাম সমীর কুমার দাস (২৮), যিনি সমীর চন্দ্র দাস নামেও পরিচিত। হামলাকারীরা তাঁকে পিটিয়ে ও দেশি অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার পর তাঁর ব্যাটারি চালিত সিএনজি অটো-রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দাগনভূঞা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাছে সমীরের উপর হামলা চালানো হয়। সোমবার রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ দক্ষিণ করিমপুর মুহুরি বাড়ি এলাকার কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। নিহত সমীর কুমার দাস রামানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবা কার্তিক কুমার দাস এবং মা রিনা রানী দাস। পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, বহু বছর ধরে অটো চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন সমীর। রবিবার বিকেলের পর বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং পরে তাঁর মৃত্যুর খবর পান।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজিম জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। শুধুমাত্র ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এই খুন, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিহতের পরিবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। এই ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা জোরদার করা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কেউ যদি এই ঘটনার বিষয়ে কোনও তথ্য জানেন, তাহলে যেন দ্রুত প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ভূমিকা গঠনে মোদী 'নির্ণায়ক নেতা' মার্কিন সাংসদরা

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি ।। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী আইনপ্রণেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যিনি বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ভূমিকা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছেন। তাঁদের মতে, ওয়াশিংটন ক্রমশই প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বকে ভারত---মার্কিন অংশীদারিত্বের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখছে। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসম্যান রিচ ম্যাককরমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ় জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা ভারতের উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ম্যাককরমিক বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত জাতীয়তাবাদীভাল অর্থে। তিনি তাঁর দেশের স্বার্থ দেখেন, ঠিক যেমন আমরা আমাদের দেশের স্বার্থ দেখি।"

মার্কিন কংগ্রেসের ইন্ডিয়া ককাসের কো-চেয়ার ম্যাককরমিক আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, "তিনি চান প্রতিরক্ষা ও উৎপাদন খাতে দেশের ভিতরেই সক্ষমতা গড়ে উঠুক।" যদিও কিছু নীতি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে জটিল করে তুলতে পারে, তবুও সেগুলি ভারতের জাতীয় অগ্রাধিকারের প্রতিফলন বলেই মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত সদস্য প্রতিনিধি অ্যামি বেরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনকালেই ভারত মার্কিন কৌশলে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

বেরা বলেন, "আমাদের গোটা ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে," এবং উল্লেখ করেন যে একাধিক মার্কিন প্রশাসন জুড়েই এই অবস্থান বজায় রয়েছে।

ম্যাককরমিক প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আধুনিক সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমার মতে, আধুনিক ইতিহাসে তিনি সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। গান্ধীর পর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা বললেও অত্যুক্তি হবে না।"

ভারতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির কথাও তুলে ধরেন ম্যাককরমিক। তিনি স্মরণ করেন, প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছিলেনযে রাজনীতিবিদ দক্ষিণ থেকে উত্তর বা উত্তর থেকে দক্ষিণে সাধারণ ট্রেনের কামরায় যাত্রা করেননি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংগঠনিক কার্যক্রম

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের দূরত্ব তৈরি না হয় ঃ ডা. মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে সরকার গঠন করা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না, কারণ বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা দলটি রাজ্যকে ধ্বংস করেছে এবং একটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত করছে। আজ আগরতলার আড়ালিয়া কমিউনিটি হলে আয়োজিত এক সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশেগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ভয় হচ্ছে দুর্বলতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। যারা ভয় পাবে তারা কোনদিন সমাজ পরিবর্তন করতে পারবে না। যারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এত লড়াই করেছে এখন তারা তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এটা কী ধরনের নীতি? ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে চোরাকারবারীদের হামলার শিকার প্রধান, মেম্বার, বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবার বন্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধান মেম্বার ও বুথ সভাপতিকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সীমান্ত চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, রোহিঙ্গা পাচার, গরু পাচার এবং গাঁজা, ফেনসিডিল ও ইয়াবা ট্যাবলেটের বেআইনি কারবার বন্ধ হওয়ায় ক্ষুব্ধ চোরাকারবারীরা এই ঘটনার জন্য পুরাথল পঞ্চায়েতের প্রধান ও ১৬/১ বিশালগড় বুথ সভাপতিকে দায়ী করে তাদের উপর একাধিকবার হামলা চালায়।

জানা যায়, সোমবার গভীররাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুরাথল পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী মিঠুন দাস ও বুথ সভাপতি জীবনচন্দ্র দত্তের উপর শুকলাল মজুমদার, তার ছেলে অভিষেক মজুমদার এবং প্রসেনজিৎ দেববর্মা লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। কোনওক্রমে তারা প্রাণে রক্ষা পান। পরে ফোনের মাধ্যমেও তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার সময় আবারও হামলার শিকার হন তারা। অভিযোগ, শুকলাল মজুমদার প্রধানের স্বামী মিঠুন দাসকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মারধর করে। ঘটনার পর মিঠুন দাস ও জীবনচন্দ্র দত্ত মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্ত চোরাকারবারিদের দৌরাত্ম্যে পুরাথল পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ চরম আতঙ্কে রয়েছেন। এখন প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ।

স্কুলে ঢুকে শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যের তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। বিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে শিক্ষককে হুমকি, আক্রমণের চেষ্টা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল শাসক দলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁঠালিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অন্তর্গত কালাপানিয়া চন্দ্রাবাড়ী জেবি স্কুলে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম বিতরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কালাপানিয়া পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি সদস্য মোতাছিম বিল্লাল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালান। অভিযোগ, তিনি শিক্ষক কক্ষে ঢুকে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন এবং চেয়ার দিয়ে মারধরের চেষ্টা করেন। এতে বিদ্যালয় চত্বরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউনিফর্ম বিতরণ অনুষ্ঠানে স্কুল পরিচালন কমিটিকে আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগ থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত। শিক্ষকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের মতো সংবেদনশীল স্থানে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। ঘটনায় বিদ্যালয় চত্বরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে পশু পাখির মৃত্যু ঘিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। রাজ্যের অন্যতম পর্যটন ও বনাঞ্চল হিসেবে পরিচিত সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে পশু ও পাখির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খবর অনুযায়ী, গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অভয়ারণ্যের ভেতরে একাধিক পশু-পাখির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় অভয়ারণ্যের সার্বিক পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন বিভিন্ন মহল। অভয়ারণ্যে পশুদের স্বাস্থ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিড়িয়াখানায় আবর্জনার ছড়াছড়ি, ক্ষোভ প্রকাশ বিদেশি দম্পতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। সিপাহিজলা চিড়িয়াখানার ভেতরে প্লাস্টিক বর্জ্য ও নোংরা আবর্জনার ছড়াছড়ি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ইউরোপের হল্যান্ড থেকে আসা এক বিদেশি দম্পতি। আজ সকালে সংবাদমাধ্যমের কাছে তারা এই অভিযোগ তুলে ধরেন।

হল্যান্ডের সরকারি কর্মচারী থেকে অবসরপ্রাপ্ত দম্পতি অ্যালেক্স ও তাঁর স্ত্রী জিনেট জানান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক ৩টি দুর্ঘটনায় আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। বিশালগড় লালসিংমুড়া স্ট্যান্ড সংলগ্ন ব্যস্ত সড়কে অটো ও বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এক যুবক। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত যুবকের নাম অমিত দেববর্মা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইক চালক রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর জখম হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দ্রুত পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়েই দমকল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে উদ্ধার করেন।

পরে আহত অমিত দেববর্মাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনার ফলে ওই এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একই জাতীয় সড়কে ফের ভয়াবহ যানদুর্ঘটনার সংগঠিত হল। সোমবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় জাতীয় সড়কে দুইটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় একটি বিলাসবহুল গাড়ির চালকসহ একাধিক যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন আগন্তুক রায়, জয় দেবনাথসহ আরও কয়েকজন। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়ি দুটির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র বানানোর সামগ্রী সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। হাঁপানিয়া কার্তিক চৌমুহনি এলাকার সবুজ পল্লিতে বলবির সিং ওরফে বিট্টুর বাড়ি থেকে কার্তুজসহ অস্ত্র বানানোর বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে আমতলী থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযানে নেমে পুলিশ বাড়ির ভেতর থেকে কয়েক রাউন্ড কার্তুজ এবং অস্ত্র বানানোর জিনিসপত্র জব্দ করেছে। ঘটনাস্থলেই তাকে আটক করা হয়েছে।

আমতলি

আমতলি এসডিপিও পারমিতা পান্ডে বলেন, একটি নির্দিষ্ট সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আমতলি থানার সাব ইন্সপেক্টর মৃণাল পালের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযানে নেমে বলবির সিং-র বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। বাড়ির বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখে ৭টি কার্টেজ কেইস, কিছু কার্তুজসহ অন্যান্য সামগ্রীগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো অস্ত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায়ের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৩ জানুয়ারি ।। ফটিকরায়ের শিমুলতলী এলাকায় ভৈরব মেলার চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার কুমারঘাট-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, ওই ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের কঠোর ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যে একের পর এক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা ও

উস্কানিমূলক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক দলের নেতা ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতেই উগ্রমৌলবাদী শক্তির দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়ছে বলে দাবি কংগ্রেসের।

আশীষ সাহার দাবি, এর ফলে রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আগামী দিনে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। তিনি আরও বলেন, ফটিকরায়ের ঘটনা নতুন নয়এর আগে কদমতলা, রানীরবাজার, উদয়পুর, পানিসাগরসহ বিভিন্ন এলাকায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিল্পের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে জীবিত রাখা যায় ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। শিল্পের মাধ্যমে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জীবিত করে রেখেছেন আলপনা গ্রামের মানুষ। হারিয়ে যেতে বসা প্রাচীন সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, লোকগান, বাউল গান, যাত্রাপালা, নাটক, কীর্তনসহ নানা সাংস্কৃতিক ধারাকে আবারও সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চলছে।

আজ লঙ্কামুড়ার আলপনা গ্রামে তিন দিনব্যাপী আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব ২০২৬-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ। আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। মন্ত্রী বলেন যে কাজই করা হোক না কেন, তা মন-প্রাণ দিয়ে করা উচিত। ভারতবর্ষের মতো দেশ পৃথিবীতে আর নেই। এখানে সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্যসবকিছুর এক অপূর্ব সমাহার রয়েছে। সেই কারণেই সারা বিশ্বের মানুষ ভারতের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি দেখতে আসে।

তিনি বলেন, আলপনা গ্রামে এসে তিনি দেখেছেন কীভাবে মানুষ মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। গ্রামের মানুষ নানান ধরনের সবজি চাষ করছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছেন। আলপনা গ্রাম আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এটাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে আসছেন,। তিনি বলেন, শীতকালে দেশজুড়ে পিঠেপুলি উৎসব, গ্রামীণ মেলা, নগরকীর্তন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৯ পৌষ, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ মকর সংক্রান্তি ও পিঠাপুলি উৎসব

মকর সংক্রান্তি ও পিঠাপুলি উৎসব বাঙালির সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৌষ মাসের শেষ দিনে এই উৎসব পালিত হয় বলিয়া একে ”পৌষ সংক্রান্তি” বা পৌষ পার্বণ”ও বলা হয়। কৃষিপ্রধান মানুষের কাছে এটি মূলত নতুন ফসল ঘরে তুলিবার আনন্দ এবং সূর্য্যের উত্তরায়ণ যাত্রার এক মিলন উৎসব। সংক্রান্তি” শব্দের অর্থ হইলো এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশ। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এদিন সূর্য্য ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে।এদিন থেকে সূর্য্য উত্তর গোলার্ধের দিকে যাত্রা শুরু করে, যাহাকে শুভ সময় বা ”উত্তরায়ন” বলা হয়।মনে করা হয় এদিন পবিত্র নদ-নদীতে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়।মকর সংক্রান্তির প্রধান আকর্ষণ হইলো হরেক রকমের পিঠা ও পুলি। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নতুন ধানের চালের গুঁড়ো, খেজুরের নলেন গুড় এবং নারকেল দিয়ে পিঠা বানানোর ধুম পড়িয়া যায়।পিঠা খাওয়ার পাশাপাশি এই দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া আরও কিছু লোকজ উৎসব দেখা যায়। প্রচলিত আছে যে, এই দিনটিকে ”অলক্ষ্মী বিদায়” এবং ”লক্ষ্মী বরণ” করিবার দিন হিসাবেও দেখা হয়। তাই ঘরবাড়ি পরিষ্কার করিয়া সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। মকর সংক্রান্তি, যাহা গ্রাম ত্রিপুরায় পৌষ সংক্রান্তি নামে পরিচিত, একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলি উৎসব যা পৌষ মাসের শেষ দিনে পালিত হয় এবং সূর্য্যদেবকে উৎসর্গীকৃত; এই উৎসবে পিঠা-পুলি খাওয়া, ঘুড়ি ওড়ানো, এবং নতুন শস্যের আনন্দ উপভোগ করা হয়, যাহা দেশজুড়িয়া নানা নামে পরিচিত এবং এর সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য জড়িত।এটি ভারত উপমহাদেশে পালিত একটি ফসল কাটার উৎসব।বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিনে (সাধারণত ১৪ জানুয়ারি) পালিত হয়, যেদিন সূর্য্য ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করিয়া উত্তরায়ণ শুরু। কথিত আছে, এই দিনে ভীষ্মদেব শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন।বিষ্ণুদেব অসুরদের বধ করিয়া শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।এই দিন সূর্য্যদেবকে উৎসর্গ করা হয়, কারণ দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী যাত্রা শুরু হয়। নতুন গুড় দিয়া বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি ও খাওয়া হয়, যাহা এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ।সারাদিন ঘুড়ি উড়াইয়া সন্ধ্যায় পটকা ও ফানুস ওড়ানো হয়। সংক্রান্তি শুধু একটি ফসলি উৎসব নয়, এটি বাঙালি ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা আনন্দ, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে একত্রিত করে। সংক্রান্তি কেবল একটি উৎসব নয়, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার এক মেলবন্ধন। মকর সংক্রান্তির দিন সূর্য্য ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। এই দিন থেকেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ উত্তর দিকে যাত্রা শুরু হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে, এদিন থেকে দিন বড় হতে শুরু করিয়া এবং রাত ছোট হইতে থাকে, যাহা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রার প্রতীক।এটি মূলত একটি শস্যোৎসব। পৌষের শেষে নতুন ধান ঘরে ওঠিবার খুশিতে কৃষকরা এই উৎসব পালন করেন। শীতের জড়তা কাটাইয়া নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় প্রকৃতিতে। এই উপলক্ষে বাঙালির ঘরে ঘরে নতুন চাল ও খেজুর গুড় দিয়া পিঠে-পুলি তৈরির ধুম পড়িয়া যায়।হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে দিনটি অত্যন্ত পবিত্র। বিশ্বাস করা হয়, উত্তরায়ণের এই সময়ে দেহত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয় যেমনটি মহাভারতের ভীষ্ম করিয়াছিলেন। এদিন বিভিন্ন তীর্থস্থানে এবং বিশেষ করিয়া গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করিবার রীতি আছে। মনে করা হয়, এই পুণ্যস্নানে সমস্ত পাপ ধুইয়া যায়।মকর সংক্রান্তি ভারতজুড়িয়া বিভিন্ন নামে পালিত হয় যেমন: পাঞ্জাবে লোহরি, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, অসমে বিহু। এই উৎসবে দান-ধ্যান করিবার বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে। তিল এবং গুড়ের তৈরি মিষ্টি বিতরণ করা হয়, যাহা মানুষের মধ্যে মিষ্টতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখিবার বার্তা দেয়।ভেদাভেদ ভুলিয়া আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে আনন্দ ভাগ করিয়া নেওয়া।

দক্ষিণ জেলা আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস উপলক্ষ্যে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৩ জানুয়ারি: হেলমেট পড়ুন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন পরিবার কে সুরক্ষিত রাখুন। একটি হেলমেট আপনার জীবন বাঁচাতে পারে , ঝুঁকি নেবেন না। মাদক দ্রব্য সেবন করে যানবাহন চালাবেন না। এই বার্তা দিয়ে জাতীয় সড়ক সুরক্ষা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া কালিনগর মোটর স্ট্যান্ডে।

মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ জেলা আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস ব্যাপী অনুষ্ঠান। ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। তা চলবে ৩১ শেষ জানুয়ারি। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঋষভ বি সহ বিলোনিয়া বাস ওর্নাস সিন্ডিকেটের সংঘের নেতা সুদীপ দাস অন্যান্য অতিথিরা।

সড়ক সুরক্ষা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার , দ্রুত গতিতে যানবাহন না চালানোর পাশাপাশি ওভার টেক না করার পরামর্শ দিয়ে ট্রাফিক বিধি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানান চালকদের উদ্দেশ্যে। এছাড়া বাইক চালকদের মাথায় হেলমেট দেওয়া সহ নিজেকে সুরক্ষিত রেখে বাইক চালানোর জন্য পরামর্শ দেন। আলোচনা শেষে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাথায় হেলমেট পড়িয়ে দেন, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য অতিথিরা। পাশাপাশি উপস্থিত কলেজ ছাত্র ছাত্রী সহ বেশ কিছু বাইক চালকদের মাঝে হেলমেট বিতরন করা হয় জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

হলি স্পিরিট স্কুলের বর্ষপূর্তি উদযাপন বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৩ জানুয়ারি: বিলোনিয়া উত্তর ভারতচন্দ্র নগরস্থিত হলি স্পিরিট স্কুলের বর্ষপূর্তি উদযাপন হয় এক আড়ম্বর পূর্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বিলোনিয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে স্কুলের বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দক্ষিন জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন।

সাথে ছিলেন বিলোনিয়া হলি স্পিরিট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ইরেন এসএসপিএস সোসাই মেরি এসএসপিএস প্রিন্সিপাল জন সি। অনুষ্ঠানের অতিথি সহ সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদানের পর অতিথিরা আলোচনা রাখতে বলেন লেখা পড়া শুধু ভালো মার্কস রাখতে হবে এমন নয়, মেধার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালো মনের মানুষ হয়ে উঠার আহ্বান জানান।

আলোচনার পরই হলি স্পিরিট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা দ্বারা পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতিকে তুলে নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বিহু নৃত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয় বিলোনিয়া হলি স্পিরিট স্কুলের বর্ষ পূর্তি।

বিদেশে এসে দেশী খাবার

সুদূর সিডনি শহরেও মেলে দেশি শাকসব্জী। বিদেশি খাবারের সাথে সাথে বিদেশে বসে ডাল, আলুপোস্তসহ আরও অনেক দেশি পদ খেলেন লেখক।

প্রথম যেবার আমাদের ছেলের কাছে সিডনিতে এসেছিলাম, কলকাতা ছাড়ার আগে ভেবেছিলাম বিদেশে গিয়ে নানান দেশের খাবার খেয়ে দেখবো। সিডনি এসে দেখলাম এখানে সবদেশের লোকজনদের জন্যই বেশ ভাল খাবারদাবার মেলে।মাসতিনেক থাকার সময় প্রায় প্রতি শনি- রবিবার সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে ইটালিয়ান ডিশ-চিকেন পারমিজানা,রবোনারা পাস্তা প্রথমবার খেয়ে বেশ ভালো লেগেছিল।চটজলদি খাবারের মধ্যে মেক্সিকান বুরিটো আর টাকো খেতে গিয়ে রেস্তুরেন্টে বেশীক্ষণ ওয়েট করতে হয়নি। মালায়েশিয়ান খাবার নাসিগোরেন আসলে নানারকম সবজি আর খদ্দেরের পছন্দ অনুযায়ী মাংস দিয়ে তৈরি একধরনের ফ্রায়েডরাইস, আমরা অর্ডার দেওয়ার সময় ওয়েটারকে পইপই করে বলে দিয়েছিলাম,দেখো বাবা চিকেন ছাড়া অন্যপ্রাণীর মাংস দিওনা। একমাসে তো এক শনিবার পিৎজা আর পরের শনিবার পাস্তা মোট চারবার ইটালিয়ান খাবার খেয়ে স্ত্রীকে থাকতে না পেরে বলেছিলাম বাড়িতে পোস্ত বানাও ভাত,ডাল আর আলুপোস্ত খেয়ে বাঁচি।

সবদেশের লোকজনের জন্য মনে হয় কথাটা ঠিক,যে সকলের কাছেই তাঁদের নিজেদের দেশের মতো রান্না করা খাবারটা সবার থেকে প্রিয়। কারণ ছেলেবেলা থেকে মা মাসিমাদের নিজেদের রেসিপি অনুযায়ী তাঁদের হাতের রান্না করা খাবারের স্বাদ কোনও হোটেল বা রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না।স্কুলে পড়ার সময় থেকে কলেজে পড়া বা কিছু মানুষের কাছে চাকরি জীবনেও তাঁদের রান্না করা খাবার খেয়ে যেন জিভের স্বাদটাই পাল্টে গেছে। আমার এক ভাগ্নে ছেলেবেলা থেকেই অঙ্কে খুব ভাল, কিছুদিন আগে পাঁচ বছরের কোর্সে পিএইচডি করার জন্য কানাডায় এসেছে,বিদেশে আসার আগে বোনকে বলেছিলাম ছেলেকে মাছের কয়েকটা আইটেম রান্না করা শিখিয়ে দিতে।যারা নানারকম মাছ খেতে ভালবাসে তারা নিজে নিজে মাছ আর ভাত রান্না করে নিতে পারলে বিদেশে এসে বেশ সুবিধা হয় কারণ বিদেশে ভাল চাল ও নানারকম পছন্দের মাছ পাওয়া যায়।

এবার ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াতে এসে বিশেষ কয়েকটা খাবারের জন্য এখনো দেশের কথা প্রায়ই মনে হয়, ছুটির দিনে ব্যাকইয়ার্ডে বসে সকালবেলায় জলখাবার বা বিকালবেলায় সবাই মিলে একসঙ্গে চা-বিস্কুট খেতে খেতে মনে হয় সকালবেলায় শ্রীহরির কচুরি তরকারি সঙ্গে জিলিপি আর বিকাল বেলায় রঙমহল থিয়েটারের(এখন সেখান্তেত্রন্তন্ত্র শোরুম) উল্টোদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ দোকানের কয়েকটা গরম গরম তেলেভাজা হলে মন্দ হতো না। এখানকার সিঙ্গারা খেয়ে দেখেছি খোলটা যেন একটু বেশি মোটা আর ভিতরের পুরটায় মশলাটা বেশি,কলকাতার আধভাঙ্গা খোসাশুদ্ধ আলুর পুরের মতো নয়।নববর্ষের দিন জিলিপি কিনে এনেছিলাম ইণ্ডিয়ানস্টোর থেকে,কি রকম যেন শুকনো-শুকনো,হাতে রস লাগলো না বা কামড়ের পর ঠোঁট দিয়ে রস গড়িয়েও পড়লো না,ঠিক রসালো আর মুচমুচে করতে পারেনি যেমনটা এতো দিন খেয়ে এসেছি। চাকরিসূত্রে গোরক্ষপুরে দোতলাবাড়ির একতলায় আমাদের ব্যাচিলর মেসে থাকার সময় দোতলায় কলেজের সিনিয়রদাদা থাকতেন, বাড়ি থেকে সাত-আট কিমি দূরে একটা বিরাট তালাওয়ে দশ-বার কিলো ওজনের বড় বড় চিতলমাছ পাওয়া যেতো। যেদিন বাজারে চিতলমাছ আসতো একসঙ্গে কেনা হতো, দাদাবৌদিদের দিয়ে বাকিটা মেসে রান্না হতো,প্রথম দিনটা বৌদি রান্না করে মেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রেসিপি জিজ্ঞাসা করায় বৌদি জানিয়েছিলেন টাটকামাছ তাই অল্প ভেজে কালোজিরা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বানিয়েছি। আরেকদিন দেড়কিলো ওজনের একটা চালানি ইলিশমাছ পাওয়া গিয়েছিল,মেসের ছেলেটা কিরকম রাঁধবে তাই ভেবে গোটা মাছটা বৌদির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা বলেছিলাম আজ আপনাদের বাড়িতে আমাদের ফিস্ট।রাতে খাওয়ার সময় বৌদিকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইলিশমাছটা কিভাবে রাঁধলেন, বৌদির উত্তর কালোজিরা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে।আর থাকতে না পেরে ওনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের মাছ রান্না করার কি একটাই রেসিপি?জেনেছিলাম বৌদির ছেলেবেলা পূর্ববঙ্গে কেটেছিল।

সিডনিতে আমাদের দেশের মতো প্রায় সবরকম শাকসবজি পাওয়া যায় শুধু তাজা পটল পাওয়া যায়না, কলকাতার বাজারে বড়সাইজের পটল দেখতে পেলে তা কিনে এনে পাকা রুইমাছের পুরভরে পটলের দোলমা স্ত্রী কয়েকবার খাইয়েছেন, এখানে রুইমাছের চপ খেয়ে পটলের দোলমা খাওয়ার কথা ভুলে থাকি।

এই বয়সে শরীর ঠিক রাখতে সকালবেলা ঘণ্টাদুয়েক বাড়ির বাগানে কাজ করি,কুমড়োগাছটা ভালোই হয়,লাস্টইয়ারে চারটে কুমড়ো হয়েছিল,এবারে একটার ওজন তো এখনই কেজি দুয়েক হবে আরও দিন দশ পরে তুলবো।প্রচুর কুমড়োফুল হয়,সব ফুলে তো আর কুমড়ো ফলে না তাই মাঝে মাঝেই কুমড়োফুল তুললে স্ত্রী সেগুলো ময়দা, চালেরগুঁড়ো,কর্ণফ্লাওয়ার,বেসন, অল্প পোস্ত,কালোজিরা কুচানো কাঁচালঙ্কার ব্যাটারে ডুবিয়ে ভাজেন। বাংলাদেশের সোনামুগুরি চালের ভাতের সঙ্গে গরম গরম বড়া খেতে বেশ ভালোই লাগে।

এখানে দেশের মতো সবরকম মশলাপাতি,চালডাল পাওয়া যায়, পছন্দ অনুযায়ী যে কোন রান্না বাড়িতে করে নিতে পারলে রোজ রোজ বিদেশে বসে একঘেয়েমি পদ খাওয়া থেকে বাঁচা যায়।গত সপ্তাহে বেশ বড়সড় একটা মোচা কিনে এনেছিলাম,কোলকাতায় দেখেছি লেকমার্কেট,আশুবাবু আর অন্য প্রায় সব বাজারেই মোচা, থোর কেটেকুটে ক্যারিব্যাগে পাওয়া যায়,এখানে নিজেদের কেটে নিতে হয়, একদিন আগে কেটে অল্প নুনহলুদ জলে রাতভর ভিজিয়ে রাখলে কষটা বেড়িয়ে যায়।আমার মনে হয় রান্না শিখে নিজে রান্না করাটা বোধহয় বংশপরাম্পরা,আমার শাশুড়িমার ছেলেবেলা পাবনায় কেটেছিল, তাঁর কাছ থেকে শেখা কিছু নিরামিষপদ আমার স্ত্রী রাঁধেন, খেতে বেশ সুস্বাদু হয়, ছুটির দিনে ভাতের সঙ্গে নারকেলকোড়া দিয়ে মোচারঘণ্ট খাওয়া হল।এখানে দেশীমার্কেটে ঝিঙ্গে,ছাঁচিকুমড়ো, চিচিঙ্গা,ছোটবেগুন,বড়সাইজের করলাও পাওয়া যায়।কয়েকদিন আগে আমাদের বাংলাদেশের এক বন্ধু তাঁর বাগানের লাউ দিয়েছিলেন,তা দিয়ে একদিন স্ত্রী লাউচিংড়ি রান্না করে খাওয়ালেন, কোলকাতার মতো কুঁচো বা খোসাছাড়ানো চিংড়িমাছ এখানে পাওয়া যায় না,তাই মাঝারি সাইজের চিংড়িমাছ হালকা করে ভেজে ছোট ছোট টুকরো করে লাউয়ে পড়েছিল।ছোটবেগুনের কথা লিখেছি, একদিন তা কিনে এনে ধনে-জিরে-মেথি, শুকনোলঙ্কা,ছোট এলাচ,লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ,মৌরি সবগুলো একসাথে শুকনো খোলায় হালকা করে ভেজে গুঁড়িয়ে তৈরি মশলা তৈরি হল।আর তা দিয়ে মশলা বেগুন বানিয়েছিল, রুটির সঙ্গে খেতে বেশ লেগেছিল। একইভাবে একবার মাঝারি সাইজের করলা কিনে এনে ভিতরের বীজ বার করে মশলা ভরে খাওয়া হোল।কালোজিরে মটর ডালের বড়া দিয়ে ঝিঙ্গে বা চালকুমড়োর চাপড়ঘণ্ট মাঝেমধ্যেই খাওয়া হয়।যেদিন পাতলা মুসুরের ডাল রান্না হয়, সেদিন চিংড়ি আলুপোস্ত আর পিঁয়াজ- কাঁচালঙ্কা দিয়ে পোস্তর বড়া পাতে থাকবেই।

এখানে বাংলাদেশের প্যাকেটে ভরা পিসকরা ইলিশ আর রুইমাছ কিনে আনলে রুইমাছের দইমাছ আর শশা বা লাউয়ের টুকরো দিয়ে কাঁচালঙ্কা,কালোজিরার ইলিশের পাতলা ঝোল হয় যেটা আমাদের বাড়ির সকলের খুবই প্রিয়।

এদেশের চিকেন,ল্যাম্ব খুবই ভালো তাই একঘেয়েমি কাটাতে মাঝেমাঝে রবিবারে ঝালঝাল গোটমিটের কোর্মা বানানো হয়। আর সেদিন রাতে রুটির বদলে ওভেনে ময়দার নান তৈরি হয়, রুই মাছের মাথাটা দিয়ে রবিবার দুপুরবেলায় মুড়িঘণ্ট,সঙ্গে বুঁদির রায়তা আর গ্রিনস্যালাড।আমার হাতের চিংড়িমাছের মালাইকারি বাড়ির সকলে ভালবাসে তাই মাঝেসাঝে আইটেমটা বানাতে আমি রান্নাঘরে ঘণ্টা- খানেক কাটাই।

এখানে সমুদ্রের মাছের মধ্যে বারামুন্ডি মাছটা দেখতে অনেকটা ভেটকিমাছের মতো,হালকা ভেজে নুন-হলুদ-কাঁচালঙ্কার ঝোল বা ঝাল ভালই খেতে লাগে। বিদেশে বারমুন্ডি মাছের ফিলে ব্যাটারে ডুবিয়ে ভেজে ফিস অ্যান্ড চিপস খুব জনপ্রিয় খাবার। একবার গারফিসমাছ এনেছিলাম, দেখতে কলকাতার বাজারের গাঙদাড়া মাছের মতন, এক-কাঁটারমাছ মাথায় লম্বাশুঁড় আছে,সরষেবাটা দিয়ে ঝাল হয়েছিল। আর একবার এককেজি ওজনের স্প্যানিসম্যাকারেল মাছ বাড়িতে এসেছিল,স্ত্রী সর্ষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝাল বানিয়েছিলেন, কিছুটা খয়রা বা ইলিশের গন্ধ আর স্বাদ পেলাম মাছটায়।

বিদেশের সবজি বাজারে অনেকরকমের কাঁচালঙ্কা দেখি কিন্তু ঝাল সেরকম নয়, দেশে ঝাললঙ্কার মধ্যে ধানিলঙ্কা আর সবুজ বা কালো রঙের পেটমোটা লঙ্কাগুলো খেতে ঝাল লাগে। এখানে এসে কয়েকটা খুব ঝাললঙ্কার নাম জানলাম, করোলিনা রীপার, সর্বপ্রথম এইলঙ্কার সাউথ ক্যারোলিনা, ইউএসএতে চাষ হয়েছিল আর এটি নাকি বিশ্বের সবথেকে ঝাল লঙ্কা, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠেছে,শুনেছি এই লঙ্কা কাটার পরে হাত দিয়ে ধরা যায়না গ্লাভস পড়ে ধরতে হয়, তাহলেই বুঝুন কি ধরনের ঝাল! ভূটজোলোকিয়া লঙ্কাও খেতে খুব ঝাল,আমাদের দেশের অরুনাচলপ্রদেশ,আসাম, নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কিছু কিছু জায়গায় চাষ হয়। হ্যাবানেরো নামে লঙ্কাও খুব ঝাল, বহুবছর আগে অ্যামাজন রেনফরেস্টে প্রথম জন্মেছিল সেখান থেকে মেক্সিকোতে আসে। খাবার দাবার বা লঙ্কা কতোটা ঝাল তার মাপার জন্য স্কোভাইল স্কেল ব্যবহার করা হয়।দেশবিদেশে চাইনিস বা মালয়েশিয়ান রেস্টুরেন্টে খাবারের মেনু কার্ডে আইটেমের পাশে একটা,দুটো বা তিনটে লাল লঙ্কার ছবি দেখেছি খাবারে অল্প ঝাল,বেশি ঝাল আর খুব ঝাল বোঝাতে,বিদেশে ঝাল খাবারওয়ালা আইটেম খেয়ে দেখেছি ঝালের নাম গন্ধ নেই আর খুব বেশি ঝাল খাবার সমান্য ঝাল।

তিনচার রকমের গরুর দুধ এখানে পাওয়া যায়,লাইট,ফুলক্রিম, স্কিম।তাই পুজাপার্বণের দিনে বাড়িতেই এক মুঠো গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে এক লিটার দুধের পায়েস তৈরি হয় আর মিষ্টিদই পাতা হয়।দুধের কোয়ালিটি খুব ভাল বলে দোকানে খুব ভাল টকদই পাওয়া যায়,এক বা দুকিলো প্ল্যাস্টিকের ছোট ছোট বালতিতে। গাজর কুঁরে ফুলক্রিম দুধ,কনডেনসড মিল্ক,খোয়া,চিনি আর কিশমিশ কাজু দিয়ে গাজরের হালুয়া বাড়িতেই তৈরি হয়,রাতে খাবারের পর গরমগরম খেতে বেশ লাগে।

বাগানে পুদিনা পাতার গাছ লাগিয়েছিলাম ,মাসদুয়েকের মধ্যে প্রায় চারফুট বাই ছয়ফুট জায়গা পুদিনাপাতায় ভরে গেছে, মাটি দেখা যায়না।একদিন গাছের ঝাড় কেটে প্রায় এককিলো পুদিনাপাতা পাওয়া গেলো, বাড়িতেই তৈরি হয়ে গেলো পুদিনার চাটনি,রসুন,কাঁচালঙ্কা, সামান্যচিনি,নুন,তেঁতুল বা লেবুররস আর ধনেপাতা মিক্সিতে বেটে নিয়ে,কাঁচের শিশিতে ভরা আছে,বাজারের সসের থেকে অনেক ভাল।

ছুটির দিনে বা সপ্তাহান্তে বৃষ্টি পড়লে, দুপুরের খাবারে কালিজিরা চালের সঙ্গে মুগ বা মুসুরির ডালের খিচুড়ি খাওয়া বাঁধা,সঙ্গে ব্যাটারে ডুবিয়ে ভাজা বেগুনী বা মশলা পাঁপড়সেঁকা, হাঁসের ডিমের ওমলেট আর বাজার থেকে কিনে আনা আমের আচার ও টকদই। কথায় আছে খিচড়ি কা চার ইয়ার,ঘি দধি পাঁপড় আউর আচার।

উপরে লিখেছিলাম রান্না শিখে নিজে রান্না করাটা বংশপরম্পরা, বিদেশে আসার আগে আমাদের ছেলে তার মায়ের কাছ থেকে কিছু দেশী রান্না করা শিখে এসেছিল আর এখানে সময় পেলে এখনো সবরকম শাকসবজি দিয়ে চচ্চড়ি, লাউচিংড়ি ইত্যাদি বানায়।আর এখানে থাকতে থাকতে কয়েকটা বিদেশি খাবার তৈরিতেও হাত পাকিয়েছে,একদিন বাজার করতে যাওয়ার আগে লিস্টে দেখলাম স্যাফরন,স্টারঅ্যানিস,বারবেরি লেখা, আমি জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল ইরানদেশের বেরিপোলাও বানাবো,প্রথমবার খেয়ে খুবই ভাল লেগেছিল।

দেশে ফিরে যাওয়ার আগে টার্কিশ খাবার পিডা খেয়ে দেখলাম, দেখতে তো হলদেটে ফুলো ফুলো পিস করা নান রুটির মতো, গোলগোল পিস করা লেবু দিয়ে খেলাম। টার্কিশ আদানা কাবাব তৈরিতে সাধারণত এক বছরের কম বয়সী পুরুষ ভেড়ার মাংস ব্যবহার করা হয়।খাবারের শেষে সুইট ডিশ বাকলাভা খেলাম, ময়দার লেচি কে খুব পাতলা করে চাকি বেলনায় বেলে একটার উপর আরেকটা কয়েকটা ভাঁজ দিয়ে ওভেনে বেক করা,ময়দা মাখার সময় চিনি বা মধু ও লেবুর রস যোগ হয়,ময়দার দুই আস্তরণের মধ্যে কুচানো আখরোট আর পেস্তা।চাইনিস ডাম্পলিং খুবই হালকা আর সুস্বাদু খাবার,পাতলা ময়দার খোলের ভিতরে পছন্দ অনুযায়ী মাংসের পুর,নিরামিষ খেতে হলে নানারকমের সবজির পুর,ষ্টীমে ভাপানো,ডিনারে গরমাগরম বেশ খেতে লাগে।

অস্ট্রেলিয়াতে এসে অস্ট্রেলিয়ান খাবার চেখে দেখতেই হয় তাই দেশে ফেরার আগের দিন ফেয়ারওয়েল ডিনারে ছিল ফিস অ্যান্ড চিপস আর ল্যামিংটন।ল্যামিংটন হল অস্ট্রেলিয়ান কেক বাটার বা স্পঞ্জ কেক চকোলেট সসে ডোবানো আর কেকেরসারাটা গায়ে নারকেল কোরা দিয়ে মোড়া।

(লেখক ক্যানবেরা বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার)

ইতিহাসের দীর্ঘতম ফ্লাইট, ২৯ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য যাত্রা

শিউলী সুলতানা

প্লেনে উঠলে, চা-কফি খেলে, গান শুনলে, ডুবলে মুভির জগতে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুম থেকে উঠে আগের কাজগুলোই করলে আবার। কিন্তু প্লেন তখনো চলছে। এভাবেই কেটে গেল টানা ২৯ ঘণ্টা! ঠিক এমনই এক অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস। তারা চালু করেছে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ যাত্রীবাহী ফ্লাইট।

ঘটনাটা ঘটেছে সম্প্রতি। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস একটি বিশেষ ফ্লাইট চালু করেছে। চীনের সাংহাই থেকে ফ্লাইটটি যায় আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে। প্রায় ১৯ হাজার ৬৩১ কিলোমিটারের বিশাল পথ পাড়ি দেয় এই ফ্লাইট। পৃথিবীর পরিধির প্রায় অর্ধেকটাই অতিক্রম করে ফেলছে এক যাত্রায়! সাংহাই থেকে বুয়েনস এইরেস যেতে সময় লাগছে প্রায় ২৫ ঘণ্টার একটু বেশি। কিন্তু ফেরার পথে বাতাসের বিপরীতে যুদ্ধ করে ফিরতে সময় লেগে যাচ্ছে প্রায় ২৯ ঘণ্টা! এটি বর্তমানে দূরত্বের দিক থেকে বিশ্বের দীর্ঘতম বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী ফ্লাইট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তবে এখানে একটা ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্যাঁচ আছে। অনেকেই ভাবতে পারো, এটা টানা চীন থেকে আর্জেন্টিনায় উড়ে গেছে। ঠিক তা নয়। এই ফ্লাইটটিকে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট ফ্লাইট, কিন্তু নন-স্টপ নয়। মানে প্লেনটি সাংহাই থেকে ওড়ার পর নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে একটা ছোট্ট বিরতি নেয়। মাত্র ২ ঘণ্টার এই বিরতিতে প্লেনটি তেল ভরে নেয়। পরিবর্তন করে ক্রু মেম্বার। কিন্তু যাত্রীদের প্লেন বদলাতে হয় না। একই সিটে বসে ভেতরেই অপেক্ষা করেন

তাঁরা। তারপর নিউজিল্যান্ড থেকে তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করেন আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের উদ্দেশে। যেহেতু ফ্লাইট নম্বর একই থাকে এবং প্লেন বদলাতে হয় না, তাই প্রযুক্তিগতভাবে একে ডিরেক্ট ফ্লাইট বলা হচ্ছে। এত দিন ধরে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ নন-স্টপ ফ্লাইটের মুকুট ছিল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের দখলে। তাদের সিঙ্গাপুর থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার ফ্লাইটটি টানা ১৯ ঘণ্টা আকাশে উড়ত। মাঝখানে কোনো বিরতিও ছিল না। চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস দূরত্বের দিক থেকে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেও একটানা ওড়ার রেকর্ড কিন্তু এখনো সিঙ্গাপুরের দখলেই আছে। তবে সামনে আরও বড় চমক আসছে! অস্ট্রেলিয়ার কান্টাস এয়ারলাইনস নিয়ে আসছে প্রজেক্ট সানরাইজ। তাদের লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে সিডনি থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিরতিহীন ফ্লাইট চালু করা। এই ফ্লাইটে যাত্রীরা আকাশে থাকা অবস্থাতেই দুইবার সূর্য্যোদয় দেখার সুযোগ পাবেন! টানা ২০-২২ ঘণ্টা আকাশে ওড়ার সেই অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষ এয়ারবাস এ৩৫০ তৈরি করছে কান্টাস এয়ারলাইনস। এই প্লেনে যাত্রীদের হাঁটাচলা এমনকি ব্যায়াম করার জায়গাও থাকবে। তোমার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এত কষ্ট করে ২৯ ঘণ্টা জার্নি করার মানে কী? আসলে চীন এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে। আর্জেন্টিনায় প্রায় ৫৫ হাজারের বেশি চীনা নাগরিক বাস করে। এত দিন তাঁদের দেশে ফিরতে হলে ইউরোপ বা আমেরিকা হয়ে ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় নষ্ট করতে হতো। এই নতুন রুটটি সেই কষ্ট অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এখানে সময়ের পার্থক্য কিন্তু বেশি নয়। সর্বোচ্চ ৫ ঘণ্টা হয়তো বাঁচবে যাত্রীদের। কিন্তু আগে একটার পর একটা প্লেন পরিবর্তন করতে হতো, অপেক্ষা করতে হতো অনেক সময়। এখন যেহেতু একই প্লেনে আসবে, তাই বাড়তি ঝুঁকি থাকবে না।

এখন আসি আসল কথায়, টিকেটের দাম কত? সাংহাই থেকে একমুখী যাত্রার জন্য ইকোনমি ক্লাসের ভাড়া শুরু হচ্ছে প্রায় ১ হাজার ৩০০ ইউরো থেকে। আর তুমি যদি বিজনেস ক্লাসে আয়েশ করে যেতে চাও, তবে গুনতে হবে ৪ হাজার ইউরোর বেশি! টাকার হিসাবে ইকোনমি ক্লাসের ভাড়া প্রায় ১ লাখ ৮৫ হাজার এবং বিজনেস ক্লাসের প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার দুর্গা চৌমুহনী বাজার কমিটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ভারতের ব্রিকস সভাপতিপদ ২০২৬-এর ওয়েবসাইট ও লোগো উদ্বোধন

মানবিক ও মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরলেন এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারী: মঙ্গলবার ভারতের ব্রিকস সভাপতি পদ ২০২৬ উপলক্ষে সরকারি ওয়েবসাইট ও লোগোর উদ্বোধন করেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের ব্রিকস চেয়ারশিপ সদস্য দেশগুলির সম্মিলিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর বৈশ্বিক কল্যাণে কাজ করবে।

বিদেশমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সাল ব্রিকস গোষ্ঠীর যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কারণ ওই বছর ব্রিকসের প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্ণ হবে। এই দুই দশকে ব্রিকস উদীয়মান অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিক বাস্তবতার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্রিকস তার কর্মসূচি ও সদস্যপদ সম্প্রসারিত করেছে, তবে মানুষের কল্যাণ, সংলাপ ও বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব অটুট রয়েছে।

এস. জয়শঙ্কর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশনায় ভারত মানবিক ও মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রিকসের সভাপতি পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ভারতের ব্রিকস চেয়ারশিপের মূল থিম 'রেজিলিয়েন্স, ইনোভেশন, কোঅপারেশন ও সাসটেনেবিলিটি গড়ে তোলা'এই বিশ্বাসের প্রতিফলন যে সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধান সম্ভব।

লোগো সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, এটি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ। লোগোর পাপড়িগুলিতে ব্রিকসের সব সদস্য দেশের রং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ঐক্য, বৈচিত্র্য ও যৌথ উদ্দেশ্যের প্রতীক। এই লোগো দেখায়, কীভাবে ব্রিকস সদস্যদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে সম্মান জানিয়ে সম্মিলিত শক্তি থেকে প্রেরণা লাভ করে।তিনি আরও জানান, নবনির্মিত ব্রিকস ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট ভারতের চেয়ারশিপ চলাকালীন একটি সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বৈঠক, উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তের তথ্য পাওয়া যাবে এবং তা স্বচ্ছতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে সহায়ক হবে।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এস. জয়শঙ্কর বলেন, বিশ্ব আজ নানা জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জলবায়ুজনিত ঝুঁকি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং উন্নয়নের ঘাটতি বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলিকে প্রভাবিত করছে। এই প্রেক্ষাপটে ব্রিকস একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, যা সংলাপ, সহযোগিতা ও বাস্তবসম্মত সমাধানের পথ দেখায়।মকর সংক্রান্তি, লোহরি, মাঘ বিহু ও পঙ্গলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, যেমন এই উৎসবগুলি আশা, নবীকরণ ও সৌহার্দ্যের প্রতীক, তেমনই ভারতের ব্রিকস চেয়ারশিপও সদস্য দেশগুলির সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক কল্যাণে অবদান রাখবে।

তিনি জানান, ভারতের চেয়ারশিপের চারটি প্রধান অগ্রাধিকার রেজিলিয়েন্স, ইনোভেশন, কোঅপারেশন ও সাসটেনেবিলিটিরাজনৈতিক ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও আর্থিক, এবং সাংস্কৃতিক ও মানুষে-মানুষে যোগাযোগএই তিনটি মূল স্তম্ভের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রেজিলিয়েন্স স্তম্ভের আওতায় ভারত কৃষি, স্বাস্থ্য, দুর্য্যোগ মোকাবিলা, জ্বালানি ও সরবরাহ শৃঙ্খলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা জোরদার করতে চায়। উদ্ভাবন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার উন্নয়নশীল দেশগুলির. সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। স্টার্ট-আপ, এমএসএমই ও নতুন প্রযুক্তিতে সহযোগিতা আরও ন্যায্য বিশ্ব গঠনে সহায়ক হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন, ভারত জলবায়ু মোকাবিলা, পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসার এবং জাতীয় বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল থেকে টেকসই উন্নয়নের পথকে এগিয়ে নিতে সমান গুরুত্ব দেবে।

প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় দিল্লির এআই আইএমএস-এ ভর্তি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারী : প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে সোমবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ ভর্তি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, গত সপ্তাহান্তে পরপর দু'বার অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। এর পর চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ৭৪ বছর বয়সি জগদীপ ধনখড় ১০ জানুয়ারি প্রথমবার অসুস্থবোধ করেন। পরবর্তীতে এআইআইএমএস-এ যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর তাঁকে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় দু'বার অজ্ঞান হয়ে পড়েন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি। এর পরই তাঁর বিস্তারিত মেডিক্যাল মূল্যায়ন করা হয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে বলা হয়।

সূত্র অনুযায়ী, ধনখড়ের শারীরিক অবস্থার মূল্যায়নে এমআরআই-সহ একাধিক পরীক্ষা করা হবে। বেশ কিছু সময় ধরে বিভিন্ন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে তিনি একাধিকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কচ্ছের রণ, উত্তরাখণ্ড, কেরল এবং দিল্লিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ব্ল্যাক আউট হয়ে পড়েছিলেন বলে এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

এছাড়া, গত বছরের ২১ জুলাই তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণ দেখিয়ে আচমকা উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। এর পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক জল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল। ইস্তফার পর খুব সীমিত সংখ্যক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

বর্তমানে, ধনখড় বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। চিকিৎসকরা ধনখড়ের শারীরিক অবস্থার উপর বিস্তারিত মূল্যায়ন করছেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে শীঘ্রই জানানো হবে।

বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থী মাত্র ৪.২৫ শতাংশ

ঢাকা, ১৩ জানুয়ারী : বাংলাদেশের আসন্ন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২,৫৬৮ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১০৯ জন নারী প্রার্থী, যা মোট প্রার্থী সংখ্যার মাত্র ৪.২৫শতাংশ। নারী অধিকার কর্মীরা এই সংখ্যাকে রাজনৈতিক দলগুলোর ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষের একটি স্পষ্ট ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে লিঙ্গ বৈচিত্র্য এবং প্রতিনিধিত্বের প্রতি তাদের মৌলিক প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হয়নি। এই ইস্যু নিয়ে সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ফোরাম ফর উইমেনস পলিটিক্যাল রাইটস এক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে, যেখানে বক্তারা রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা নারীদের অংশগ্রহণকে শুধুমাত্র প্রতীকী হিসেবে বিবেচনা করছে, যা আসলে একটি গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা হওয়া উচিত ছিল। নির্বাচন কমিশনকেও সমালোচনা করা হয়, যেহেতু তারা বিদ্যমান প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।ফোরাম জানায়, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত জাতীয় চার্টার অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা অন্তত ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী এই নির্বাচনে মনোনীত করবে এবং পরবর্তীতে এই শেয়ার ধীরে ধীরে ৩৩ এ নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে, এই ন্যূনতম চাহিদাও পূর্ণ হয়নি: ৫১টি দলের মধ্যে ৩০টি দল একটি নারী প্রার্থীও মনোনীত করেনি।

অধিকার কর্মীরা বলেন, এই পরিসংখ্যান রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে গভীর কাঠামোগত পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। তারা প্রশ্ন তোলেন, যেসব দল নারী সত্তা ও লিঙ্গ সমতার পক্ষে কথাবার্তা বলে, তাদের কি এর বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল এবং তাদের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস হারানো উচিত নয় কি?

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন: "পাবলিক প্লেসে কুকুর খাওয়ানো কি মানবতার প্রতি অবিচার ?"

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারী : সুপ্রিম কোর্ট আজ প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছে, জনগণের মধ্যে পথ কুকুরদের খাবার দেওয়ার প্রবণতা কেমন এবং কেন তা শুধুমাত্র পশুদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে মানবিকতার ক্ষেত্রে অবহেলা করা হচ্ছে। আদালত এও জানতে চেয়েছে, যদি একটি শিশু পথ কুকুরের আক্রমণে নিহত হয়, তবে এর জন্য কে দায়ী হবে?

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ আজ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কেন এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যথাযথ দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা নেই এবং কুকুরদের প্রতি এই সহানুভূতি কেন মানুষের প্রতি দেখানো হয় না, তা নিয়ে প্রশ্ন করেছে।

শুনানির সময়, সিনিয়র আইনজীবী অরবিন্দ দত্তার দাবি, "অ্যানিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল" (এবিসি) নিয়মগুলো মূলত স্টেরিলাইজেশন (স্থায়ী বাচ্চা নেওয়া বন্ধ) নিয়ে কাজ করছে এবং আক্রমণাত্মক কুকুরগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট কার্যকর নয়। তিনি আরও বলেন, এসব নিয়ম কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং কুকুরদের আক্রমণের ঝুঁকি দূর করতে এর কোনো স্পষ্ট পদক্ষেপ নেই।

বেঞ্চটি ৮ জানুয়ারি শুনানির প্রসঙ্গ তুলে মনে করিয়ে দিয়েছে যে এবিসি নিয়মের কার্যকর বাস্তবায়ন হয়নি। আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কখনও সমস্ত পথ কুকুর সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়নি। তবে তারা সতর্ক করে দিয়েছে যে, পথ কুকুরদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং বন্যপ্রাণীও আক্রান্ত হতে পারে, যেমন ক্যানাইন ডিস্টেম্পারের মতো রোগ, যা বাঘের মতো বন্য প্রাণীদেরও সংক্রমিত হতে পারে।

সিনিয়র আইনজীবী বিকাশ সিংহ আদালতকে অনুরোধ করেছেন, এই ইস্যুকে 'মানুষ বনাম কুকুর' হিসেবে না দেখতে, বরং প্রকৃতিগত ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে, সিনিয়র আইনজীবী মেনাকা গুরুস্বামী বলেন, পথ কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র কার্যকর উপায় হলো স্টেরিলাইজেশন এবং তিনি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাকে এই সংকটের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সুপ্রিম কোর্ট গত জুলাই মাস থেকে এই বিষয়টি সুও মোটু (নিজ উদ্যোগে) মামলা হিসেবে শুনানি করছে। আদালত আশা করছে, এই সংকটের সমাধান এবং পথ কুকুরদের কারণে সৃষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।

বিহারে নর্তকীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ, অভিযুক্তের ফোন থেকেই পুলিশকে ডাকলেন নির্যাতিতা

পুর্ণিয়া, ১৩ জানুয়ারী : বিহারের পুর্ণিয়া জেলায় এক নর্তকীকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শনিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। তবে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েও অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন ওই মহিলা। অভিযুক্তদের একজন মত্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর ফোন থেকেই পুলিশকে ফোন করে নিজের অবস্থান জানান নির্যাতিতা। পুলিশ এসে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ দুই ব্যক্তি ওই নর্তকীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। তাঁকে গাড়িতে তুলে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে একটি নির্জন গুদামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগে থেকেই আরও চারজন উপস্থিত ছিল। অভিযোগ, পরিত্যক্ত ওই গুদামে মহিলাকে জোর করে মদ্যপান করানো হয় এবং নাচতে বাধ্য করা হয়। এরপর একে একে ছয়জন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে ও প্রচণ্ড মারধর করে।

অত্যাচারের পর পাঁচ অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও একজন মত্ত অবস্থায় গুদামেই ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সুযোগে নির্যাতিতা ওই অভিযুক্তের মোবাইল ফোনটি হস্তগত করেন এবং ১১২ নম্বরে ডায়াল করে পুলিশকে বিস্তারিত জানান। রাত সোয়া ১২টা নাগাদ পুলিশ গুদামের দরজা ভেঙে রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয় ঘুমিয়ে থাকা অভিযুক্তকে।

পুর্ণিয়ার পুলিশ সুপার সুইটি শেরাওয়াত জানিয়েছেন, সম্প্রতি এক অপহরণের ঘটনার তদন্তে পুলিশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। পুলিশ একটি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে, যে স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে পরিচিত। অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে, যা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর একটি বড় সড় মানবপাচার চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং পুলিশ এখন বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করছে। নির্যাতিতা বর্তমানে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। পুলিশ এই ঘটনার গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সদস্যদের ধরার চেষ্টা করছে।জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা মহিলার স্বামী বছরখানেক আগে পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। বর্তমানে তিনি একাই থাকতেন। পুলিশ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এবং নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ আমন্ত্রণপত্র বিতরণ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারী : প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশ থেকে অতিথিদের স্বাগত জানাবে। এই বিশেষ জাতীয় উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

এই বছর, রাষ্ট্রপতি ভবন একটি বিশেষ আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেছে তার অতিথিদের জন্য, যা প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬ উপলক্ষে "অ্যাট হোম" রিসেপশনের জন্য ডিজাইন করেছে এনআইডি আহমেদাবাদ। এই আমন্ত্রণপত্রটি বিশেষভাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির দক্ষ শিল্পী ও কারিগরদের সম্মান জানাতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা সেই অঞ্চলের পুরোনো জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে অনবরত কাজ করছেন।

এই আমন্ত্রণপত্রটির নকশায় ভারতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প ঐতিহ্যের সমৃদ্ধতা প্রদর্শিত হয়েছে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে আছে।

বিশেষভাবে ডিজাইন করা বাম্বু কভার এবং বাক্সের গুরুত্ব উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের অর্থনীতি এবং ঐতিহ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বোনা, নির্মাণ এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে। বাম্বুর দ্রুত বৃদ্ধি এবং এর বহুমুখিতা পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য।

এই আমন্ত্রণপত্রের বাক্সটি তৈরি করা হয়েছে বোনা বাম্বু ম্যাট দিয়ে, যা একটি চীনে বোনা কটন থ্রেডের সাথে এবং ত্রিপুরার একটি সাধারণ প্রযুক্তি অনুসরণ করে সূক্ষ্ম বাম্বু স্ফিট দিয়ে তৈরি। বাইরের কভারের ঠিকানার জন্য ব্যবহৃত হ্যান্ডমেড কাগজের ট্যাগের সাথে একটি বিশেষভাবে স্মোকড বাম্বু স্ফিট দিয়ে তৈরি বাম্বু আর্টওয়ার্ক রয়েছে, যা একটি গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করেছে।

এখন, এই সৃজনশীল আমন্ত্রণপত্রটি খোলার সময়, একটি ওয়াল হ্যাঙ্গিং স্ক্রোল দেখা যাবে যা আটকোণাকৃত বাম্বু বুননের মাধ্যমে নির্মিত। এই বাম্বু ম্যাট স্ক্রোলটি খুললে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের হাতে তৈরি শিল্পকর্মের একটি সুন্দর প্রদর্শনী দেখা যাবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও দেখতে পাওয়া যাবে শোলের উপর। কভার এবং বাক্সের সজ্জা আসামী পাণ্ডুলিপি চিত্রকলার স্টাইল থেকে অনুপ্রাণিত, আর আমন্ত্রণপত্রের নীচের ফ্যাব্রিক প্যানেলটির সজ্জা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের প্রতীক।এই আমন্ত্রণপত্রে একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা ইরি সিল্ক শোলা রয়েছে, যা বিশেষভাবে এই উপলক্ষে তৈরি করা হয়েছে। ইরি সিল্ক, যা "পিস সিল্ক" বা "অহিংসা সিল্ক" নামে পরিচিত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের টেক্সটাইল ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এছাড়াও, মণিপুরের লংপির ব্ল্যাক পটারি রয়েছে, যা প্রাচীন পটারি প্রযুক্তি, মণিপুরের তাংখুল নাগা উপজাতির দ্বারা প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়।মিজোরামের হাতে বোনা পুয়ান চেই, যা মিজোরামে সাধারণত পরিধান করা হয়, তাও রয়েছে আমন্ত্রণপত্রে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে নাগাল্যান্ডের অরেঞ্জ ওয়াইল্ড রিয়া এবং স্টিঙ্গিং নেটল ফ্যাব্রিক, যা নাগাল্যান্ডের খিয়ামনুয়াং নাগা উপজাতি দ্বারা পরিধান করা হয়। এই বিশেষ ফ্যাব্রিকটি ওয়াইল্ড অরেঞ্জ রিয়া গাছ এবং হিমালয়ান স্টিঙ্গিং নেটলের তন্তু দিয়ে তৈরি।অতিথিরা আরও দেখতে পাবেন আসামের গোগোনা-বাম্বু জাও হার্প, যা আসামের রোঙ্গালি বিহু (অসামী নতুন বছর) উপলক্ষে সঙ্গীতের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন "অপারেশন সিন্ধুর" ছিল তিন বাহিনীর সমন্বয়ের আদর্শ উদাহরণ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারী : ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী আজ এক প্রেস কনফারেন্সে "অপারেশন সিন্ধুর"কে তিন বাহিনীর সমন্বয়ের সেরা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই অপারেশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পরিচালিত করা হয়েছিল এবং এর ফলে যে কোনও শত্রুতা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা হবে।

পাহলগাম সন্ত্রাসী আক্রমণের পর, শীর্ষ স্তরে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যা সফলভাবে এই অপারেশনকে চালিয়ে নিয়ে যায়। জেনারেল দ্বিবেদী জানান, অপারেশন সিন্ধুর স্ট্র্যাটেজিক অনুমানগুলিকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে, সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংস করেছে এবং পাকিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী পারমাণবিক ভাষণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। তিনি জানান, সশস্ত্র বাহিনী সফলভাবে নয়টি লক্ষ্যবস্তু মধ্যে সাতটি ধ্বংস করেছে এবং পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের প্রতি একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।জেনারেল দ্বিবেদী আরও বলেন, ১০ই মে থেকে পশ্চিম সীমান্ত এবং জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তা অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি জানান, গত বছর ৩১ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ পাকিস্তানি ছিল। এছাড়া উত্তর সীমান্তে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেও সেখানে সজাগ নজরদারি প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।সেনাপ্রধান উল্লেখ করেন, গত বছর বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র সংঘর্ষের সংখ্যা ও তীব্রতা তীক্ষ্ণ সংখ্যা দেখেছে। তিনি বলেন, এই বৈশ্বিক পরিবর্তন বাস্তবিক সত্যকে প্রতিফলিত করে, যে জাতি প্রস্তুত থাকবে, সেই জাতিই জয়ী হবে।অপারেশন সিন্ধুর এবং অন্যান্য সামরিক প্রস্তুতির মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে, তার প্রমাণ এই অপারেশন, যা শত্রু রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সঠিক ও সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া প্রদান করেছে।

অমিত শাহের আশা, আগামী বছরের শেষে ভারত হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারী : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার মনসা শহরে এক জনসভায় বলেন, আগামী বছরের শেষে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি একই সঙ্গে ২৬৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও সূচনা করেন।অমিত শাহ বলেন, সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সোমনাথ মন্দিরকে দেশের সত্তা ও আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব সারাবছর উদযাপন করা হবে, যাতে এই মন্দিরের সহস্রাব্দী ঐতিহ্য এবং আত্মসম্মানের বার্তা আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।"মন্ত্রী আরও জানান, আহমেদাবাদ একটি নতুন বৈশ্বিক ক্রীড়া কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং শহরে ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। তিনি স্থানীয় খেলোয়াড়দের মনসার নতুন ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সুবিধা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।অন্য একটি অনুষ্ঠানে অমিত শাহ গুজরাট বায়োটেকনোলজি রিসার্চ সেন্টারের বিএসএল-৪ বায়োকন্টেইনমেন্ট সুবিধা উদ্বোধনের পর বলেন, "ভারতে জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৪ সালে দেশের বায়ো অর্থনীতি ছিল ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ বেড়ে ১৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।"মন্ত্রী আরও যোগ করেন, এই প্রবৃদ্ধি ভারতের বৈশ্বিক অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে এবং আগামী দিনে দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করবে।

মঙ্গলবার মহারানি তুলসিবতী ট্রাস্ট দ্বারা আয়োজিত পৌষ সংক্রান্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মণ এবং মন্ত্রী টিংকু রায়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রতিদিন যতটুকু লবণ গ্রহণ করা উচিত

লবণ যে শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় তা নয়, এটি আমাদের শরীরের যত্ন ও নেয়। পরিমিত পরিমাণ লবণ শরীরে আয়োডিনের অভাব দূর করায় অন্যতম ভূমিকা রাখে। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, সারাদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবিস্মউএইচও) এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। ডবিস্মউএইচও বলছে, একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ না খাওয়াই ভালো। এর বেশি লবণ খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শরীর সুস্থ রাখতে হলে সোডিয়াম-পটাশিয়াম খুব জরুরি। একজন যদি প্রতিদিন ৫ গ্রাম করে লবণ খান, তবে তার শরীরে এই দুই উপাদানই সুষম পরিমাণে থাকবে। অন্যথায় বেশি লবণ খেলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও দেখা দেয়। আর যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়তে থাকে তবে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পর্যবেক্ষণ হলো- প্রতি বছর ৩০ লাখের বেশি মানুষ অতিরিক্ত লবণ খেয়ে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে মারা যান। যারা এ ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকেন, তারা নিয়মিত ৫ গ্রামের অনেকটা বেশি, অনেক ক্ষেত্রে ৯-১২ গ্রাম পর্যন্ত লবণ খান। অর্থাৎ, প্রয়োজনের প্রায় দ্বিগুণ। যদি লবণ খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়, তবে এর মধ্যে অন্তত ২৫ লাখ প্রাণ বেঁচে যায়। অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন? খাবার টেবিলে লবণের কৌটা রাখবেন না। খিদে পেলে স্ন্যাক্স বা চিপস জাতীয় খাবার কম খান। কিংবা লো সোডিয়াম ফুড আইটেম কেনার অভ্যাস করুন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লবণের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। তবে সোডিয়ামের পরিমাণই বেশি ও পটাশিয়ামের পরিমাণ অনেকটাই কম। এই পরিস্থিতিতে যারা বেশি লবণ খান তারা শরীরে সোডিয়ামই বেশি গ্রহণ করে ফেলেন। আর তাতে বিপুল ক্ষতি ঘটে যায়।

ঘুম থেকে ওঠার পর ঘুম ঘুম লাগার কারণ কী

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও অনেকের ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব কাটে না। দিনের শুরুতেই তারা প্রায়ই বলেন, 'ঘুমিয়েও ফ্রেশ লাগছে না।' এমন অবস্থা কেবল শারীরিক নয়, এটি একধরনের মানসিক ক্লান্তিও বটেযা 'মর্নিং ফ্যাটিগ' বা সকালবেলার ক্লান্তি নামে পরিচিত। এটি সাময়িক হলে স্বাভাবিক, তবে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে তা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার

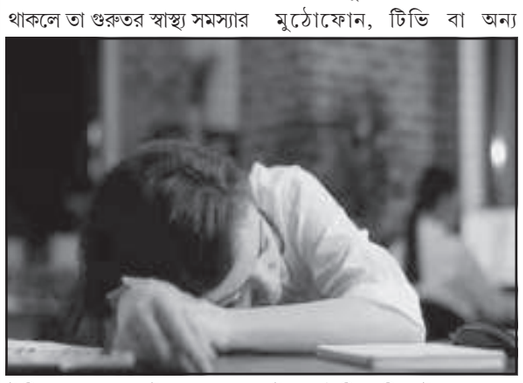

ইঙ্গিত হতে পারে। এই সমস্যা কেন হয় এবং এর থেকে মুক্তির জন্য কী করণীয়, তা নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডা. সাইফ হোসেন খান। সকালের ক্লান্তির প্রধান কারণ হলো পরিমিত ঘুমের অভাব বা খারাপ মানের ঘুম। রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম না হলে শরীর দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। মানসিক চাপ ও উদ্বেগও ঘুমের স্বাভাবিক ধরনে বাধা দেয়, যার ফলে অনেকের কিছুক্ষণ ঘুমের পর ঘুম ভেঙে যায়। এ ছাড়া, প্রোটিন, আয়রন, সোডিয়াম এবং ভিটামিন ডির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি ও খনিজের অভাব এ ধরনের সমস্যার একটি বড় কারণ হতে পারে। হরমোনজনিত কিছু রোগ, যেমন থাইরয়েডের অস্বাভাবিকতা বা ডায়াবেটিস, এমনকি হৃদরোগের কারণেও সকালে ক্লান্তি বাড়তে পারে। রক্তশূন্যতার কারণেও সহজে ক্লান্তিবোধ আসে। জীবনযাত্রার ভুল অভ্যাস, যেমন রাতে দেরিতে ঘুমানো, অতিরিক্ত চা-কফি পান করা বা সকালের প্রাতরাশ এড়িয়ে যাওয়াও এই ক্লান্তির জন্য দায়ী। সকালের ক্লান্তি দূর করতে হলে প্রথমেই প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। ঘুমের গুণগত মান বাড়াতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুঠোফোন, টিভি বা অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার পরিহার করা উচিত। সকালের নাশতায় ডিম, দুধ, ওটস, ফল বা শস্যের মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি। এর পাশাপাশি, প্রতিদিন অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করতে হবে এবং পর্যাপ্ত জল পান করে দেহে পানিশূন্যতা রোধ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, সকালের ক্লান্তি কখনো কখনো জীবনের অতিরিক্ত চাপের প্রমাণও হতে পারে।

নিয়মিত ঘুম, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এরপরও যদি দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি অনুভূত হয়, তবে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সচেতনতা ও অভ্যাসের পরিবর্তনেই দিনটি শুরু হতে পারে প্রাণবন্ত, শক্তিশালী মনোবল ও সতেজ শরীর নিয়ে।

দন্ড কলস অবহেলিত আগাছা হলেও ওষধি গুণে অসাধারণ

দন্ড কলস, যা গ্রাম বাংলায় শ্বেতদ্রোণ, দল কলস, ধুলফি বা হলকষা নামেও পরিচিত, সাধারণত রবি শস্যের ক্ষেতে বা উঁচু জমিতে আগাছা হিসেবেই বেশি জন্মায়। এর খাড়া কান্ড, চার কোণাকার ডালপালা এবং সাদা ফুলগুলি এটিকে সহজেই চেনা যায়। এটিকে অনেকেই অবহেলা করলেও, আয়ুর্বেদ এবং লোক-ঔষধি চিকিৎসায় এই গাছটির মূল, পাতা ও ফুল শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দন্ড কলস গাছটি মূলত এর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (প্রদাহরোধী), অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল (জীবাণুরোধী) এবং অ্যান্টি- অ্যালার্জিক (অ্যালার্জি প্রতিরোধক) বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। দন্ড কলস গাছের মূল স্বাস্থ্য উপকারিতা দন্ড কলসের পুরো গাছটিতেই বিশেষ রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন রোগের উপশমে সাহায্য করে। এর প্রধান ঔষধি গুণাগুণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো: ১. সর্দি, জ্বর ও শরীর ব্যথা নিরাময় দন্ড কলসের পাতার রস বা সেদ্ধ পাতা ভর্তা করে খেলে সাধারণ সর্দি-জ্বর, কাশি এবং এর ফলে হওয়া শরীরের ব্যথা উপশম হয়। এর পাতার নির্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। ২. শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় মুক্তি (হাঁপানি/অ্যাজমা) এটি দন্ড কলস গাছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। লোক-ঔষধ অনুসারে, এর শিকড় তুলে গোলমরিচের সঙ্গে বেটে নির্দিষ্ট নিয়মে খেলে হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। এটি শ্বাসনালীকে শিথিল করতে এবং কফ নিঃসরণে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়।

৩. হজমশক্তি বৃদ্ধি ও পেট ফাঁপা দূর বদহজম, পেট ফাঁপা বা গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যায় দন্ড কলসের পাতা সেদ্ধ করে ভর্তা করে খেলে তা উপশম হতে পারে। এটি হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে এবং অন্ত্রের গ্যাস কমাতে সহায়ক।

৪. চর্মরোগ ও ত্বকের সংক্রমণ নিরাময়দন্ড কলস গাছের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণের কারণে এটি বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ব্যবহার করা হয়। খোস-পাঁচড়া, চুলকানি বা ত্বকের অ্যালার্জিতে এর পাতা বেটে পেস্ট করে লাগালে আরাম পাওয়া যায় এবং সংক্রমণ কমে।

৫. কৃমি ও পরজীবী দমন

পেটে কৃমি বা পরজীবী সমস্যা থাকলে দন্ড কলসের শাক ভেজে বা এর রস পান করলে তা কৃমি দমনে সহায়তা করে। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতেও কার্যকর।

৬. চোখের সমস্যায় ব্যবহার

কিছু প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে, দন্ড কলসের পাতার রস চোখে ২ ফোঁটা করে দিলে ছানি বা চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। তবে এটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ৭. বাতের ব্যথা ও গাঁটের ফোলা উপশম শরীরে বিষ ব্যথা বা বাতের ব্যথা (আর্থাইটিস) হলে দন্ড কলস ছেঁচে রস বের করে বা এর পাতা বেটে গরম করে মালিশ করলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে আসে। এটি মচকানো বা আঘাতজনিত ফোলা কমাতেও ব্যবহৃত হয়। দন্ড কলস খাদ্য এবং ব্যবহার পদ্ধতি

দন্ড কলস বা শ্বেতদ্রোণ সাধারণত শাক হিসেবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এর পাতা, ফুল এবং কচি ডালপালা ব্যবহৃত হয়। শাক হিসেবে: পাতা এবং কচি ডালপালা নুন, হলুদ, কালোজিরা ও রসুন দিয়ে ভেজে বা ভর্তা করে খাওয়া হয়। ভর্তা: পাতা সেদ্ধ করে কাঁচামরিচ, লবণ, ও রসুন সহযোগে ভর্তা তৈরি করা হয়। শিশুদের সর্দি: ছোট বাচ্চাদের সর্দি হলে পাতা বেটে মায়ের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মাথার চাঁদিতে দিয়ে রাখলে তা উপশম হতে পারে। ফুলের মধুও সর্দিতে উপকারী।

ওষধি গাছ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিত ব্যবহারগুলো প্রধানত লোক-ঔষধ এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে করা। যেকোনো গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসায় দন্ড কলস ব্যবহারের পূর্বে একজন বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

সকালে গ্রিন টি-র বদলে চুমুক দিন সজনে চায়ে

শীতের শেষে এখন দুয়ারে বসন্ত। আর বসন্ত মানেই তো ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সজনে ডাঁটা, ফুল মাঝেমধ্যেই খাওয়া হয়। সংক্রমণের ঝুঁকি কমতে সজনের জবাব নেই। তবে সারা বছর সজনে ফুলের দেখা মেলা ভার। সজনে ডাঁটার দেখা পাওয়া গেলেও আকাশছোঁয়া দামের কারণে অনেকেই কেনার আগে দু'বার ভাবেন।

শরীর চাঙ্গা রাখতে সারা বছরই কিন্তু সজনে চাইলে খেতে পারেন। না, ফুল বা ডাঁটা নয়, বাজারে সজনে গুঁড়ো পাওয়া যায়। সেই গুঁড়ো দিয়ে চা বানিয়ে রোজ সকালে খেতে পারেন। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর সেই চা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। অনলাইনে ১০০ গ্রাম সজনে পাতার গুঁড়ো ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকায় পাওয়া যায়। সজনে চায়ের আছে নানা গুণ। এতে আছে ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে লড়ার বিশেষ ক্ষমতা। বিশেষ করে ঠান্ডা লেগে বুক-গলায় সংক্রমণ হলে এই চা খেলে উপকার পেতে পারেন। তা ছাড়া, নানা ধরনের পুষ্টিগুণেও ভরপুর সজনে পাতা। এতে ভিটামিন এ, বি ১, বি২, বি৩ এবং সি রয়েছে। আছে ক্যালশিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়ামও। জেনে নিন, রোজ সকালে লাল চা কিংবা গ্রিন টিয়ের বদলে সজনে চা বা মোরিঙ্গা টি-তে চুমুক দিলে কী কী লাভ হয় শরীরের। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে: উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পটাশিয়াম যুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। সজনে পাতায় ভাল মাত্রায় পটাশিয়াম থাকে। রোজ নিয়ম করে এই চায়ে চুমুক দিলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ফলে হৃদ্রোগের ঝুঁকিও কমবে। রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই চা।

ক্যানসার প্রতিরোধে: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সজনে চায়ের মধ্যে ক্যানসার প্রতিরোধের গুণ রয়েছে। পাকস্থলীর ক্যানসার, লিভার ক্যানসার ও স্তন ক্যানসার ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা রয়েছে এই চায়ের। লিভারের যত্নে: অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, দেদার মদ্যপান, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মের কারণে অল্প বয়সেই লিভারের অসুখ বাসা বাঁধছে শরীরে। সজনে পাতায় ভাল মাত্রায় পলিফেনল থাকে, যা যকৃতকে যে কোনও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। বদহজমের সমস্যা দূর করতে: সারা বছর গ্যাস-অম্বলে ভোগেন, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেও রোজ সকালে সজনে চায়ে চুমুক দিতে পারেন। চোখ ভাল রাখতে: বয়স বাড়লে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, তা ছাড়া সারা ক্ষণ মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অল্প বয়সেই চোখের বারোটা বাজছে। সজনে পাতায় ভিটামিন এ ভাল মাত্রায় থাকে। চোখ ভাল রাখতেও নিয়মিত সজনে চায়ে চুমুক দিতে পারেন।

সকালে এক চুমুকেই হবে লিভার পরিষ্কার

তিক্ত স্বাদের কারণেই করলা অনেকের কাছে অপছন্দের সবজি। বাজারে চোখে পড়লেও ইচ্ছা করে ব্যাগে তোলা হয় না। অথচ পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজিটি স্বাস্থ্যের জন্য যে কতটা উপকারী, তা অনেকেই জানেন-তবু স্বাদের কাছে হার মানে উপকারিতা। অনেকেই করলা খেতে পছন্দ করে না। বাজারে গেলেও ইচ্ছা করে কিনে আনেন না। অথচ স্বাস্থ্যের জন্য যে এই সবজিটি বেশ উপকারী, তা প্রায় সবারই জানা। সেদ্ধ হোক, ভাজা হোক- নানা রকম রেসিপি থাকলেও করলার তিক্ত স্বাদ অনেকের মন কাড়তে পারে না। তাই অপ্রিয় সবজির তালিকায় করলার নাম প্রায়ই সবার আগে আসে। তবে মজার ব্যাপার হলো, যে করলাকে অনেকেই এড়িয়ে চলেন, সেই করলাই আবার বহু তারকার পছন্দের খাবার। বলিউড অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং নিজের বাড়ির বাগানেই করলা চাষ করে খেতে ভালোবাসেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে, অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন করলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এমনকি সদ্যপ্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রও গুড় মাখানো করলা খেতে পছন্দ করতেন বলে শোনা যায়। বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা করলার তিক্ত স্বাদ এড়িয়ে যাওয়ার সহজ উপায় খুঁজে নিয়েছেন। করলার সঙ্গে নানা ধরনের সবজি ও ফল মিশিয়ে স্মুদি তৈরি করে খাওয়ার চল বেড়েছে। এতে একদিকে স্বাদ সহনীয় হয়, অন্যদিকে পুষ্টিগুণও বজায় থাকে। প্রিয় তারকাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চাইলে আপনিও করলাকে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় জায়গা করে দিতে পারেন। করলার স্বাস্থ্যগুণ পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকেরা প্রায়ই করলার উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য করলা অত্যন্ত উপকারী বলে ধরা হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে করলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে চিকিৎসকেরা নিয়মিত এটি খাদ্যতালিকায় রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। খাওয়ার পাতে করলা রাখতে ইচ্ছে না হলে বিকল্প পথও রয়েছে। করলা দিয়ে তৈরি স্মুদি বা পানীয় গ্রহণ করা যেতে পারে। আর স্মুদি বানানো ঝামেলা মনে হলে করলার চা হতে পারে সহজ ও কার্যকর সমাধান। তিতা স্বাদ সত্ত্বেও শরীরের জন্য এর উপকারিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। বানিয়ে নিন করলার চা করলার তিক্ততা এড়িয়ে উপকার পেতে চাইলে করলার চা বানাতে পারেন। একটি করলা ভালোভাবে ধুয়ে গোল গোল করে কেটে নিন। এরপর মাঝারি আঁচে পানিতে ফুটাতে দিন। স্বাদে সামান্য মিষ্টতা আনতে চাইলে অল্প মধু বা গুড় যোগ করা যেতে পারে।

শীতে মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশল

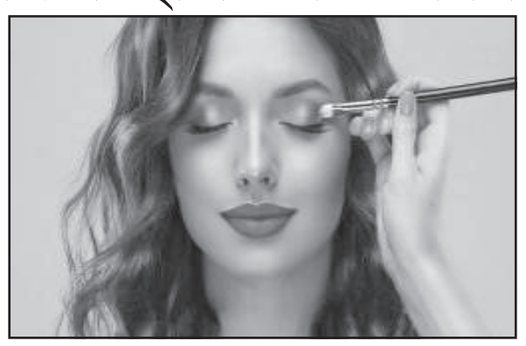

শীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ক্রিসমাস, বিয়েবাড়ি, পার্টি, পিকনিক একটার পর একটা অনুষ্ঠান। এই ঋতুর সাজগোছ সারা বছরের থেকে একদম আলাদা হয়। সাজগোছ যেমন আলাদা, তেমন মেকআপও অন্য রকম হয়। তবে, সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, শীতকালে ঘাম কম হয়, তাই মেকআপ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে। নষ্ট হয় না। কিন্তু সমস্যাও রয়েছে। শীতকালে ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হয়। শুষ্ক ত্বকের উপর ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড করা এবং উজ্জ্বল মেকআপ করাটা চ্যালেঞ্জের। এই সময়ে মেকআপ যাতে নিঁখুত ও স্থায়ী হয় সেজন্য কিছু কৌশল জেনে রাখুন। যেমন ফাউন্ডেশন : শীতকালে শুষ্ক ত্বকে ফাউন্ডেশন পাউডার লাগানো এড়িয়ে চলা উচিত। এর পরিবর্তে, লিকুউড ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন। তাহলে ত্বক দ্রুত শোষণ করে নেবে। এসব ফাউন্ডেশনে থাকা তেল এবং ময়েশ্চারাইজিং গুণাবলীও শুষ্ক ত্বক কোমল রাখলে সহায়তা করবে। শীতে ত্বক উজ্জ্বল দেখাবে লিকুউড ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলে। আইশ্যাডো : শীতে উজ্জ্বল এবং রঙিন আইশ্যাডো ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। বরং হালকা গোলাপি, বাদামির মতো হালকা শেডগুলি বেছে নিন। চোখের মেকআপ সুন্দর দেখাতে স্মোকি আইশ্যাডোও বেছে নিতে পারেন। ব্লাশন: ঠান্ডার কারণে শীতে ত্বক ফ্যাকাশে দেখাতে পারে। নিজেকে প্রাণবন্ত দেখাতে দ্রুত এবং সহজ উপায়ের কথা ভাবছেন? তাহলে দুই গালে ব্লাশন ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে পীচ বা গোলাপি ব্লাশন বেছে নিতে পারেন। ব্রোঞ্জারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটি ব্যবহারে তাৎক্ষণিকভাবে ত্বক উজ্জ্বল দেখাবে। লিপ বাম এবং লিপস্টিক : ফাটা ঠোঁটের কারণে সুন্দর সাজও ম্লান দেখায়। তাই শীতকালে, সব সময় ব্যাগে চ্যাপস্টিক বা লিপ বাম রাখুন। শীতকালে ঠোঁটের শুষ্কতা রোধে লিপবাম লাগানো সবচেয়ে ভালো উপায়। চেহারায় উজ্জ্বলতা আনতে গাঢ় রঙের লিপস্টিক লাগাতে পারেন। মুখে হালকা মেকআপ থাকলেও গাঢ় লিপস্টিক আপনাকে আলাদা করে তুলবে। ফেসমাস্ক : শীতকালে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে ফেসমাস্কের জুড়ি নেই। প্রতি সপ্তাহে ৫ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য একটি শিট মাস্ক লাগালে ত্বক সুন্দর থাকবে। মেকআপ করলেও তখন ভালো দেখাবে।

রোজ খাওয়ার সময় সঙ্গে একটু আচার চাই এতে শরীরের লাভ না কি ক্ষতি

মাছ কিংবা মাংস খাওয়ার পর শেষপাতে একটু আচার না হলে চলে না। আলু মাখা হোক কিংবা মাছ, মাংসের ভর্তা সঙ্গে এক চামচ আচারের তেল পড়লে তার স্বাদই বদলে যায়। পরোটার সঙ্গে আচারের জুটি যেমন জনপ্রিয়, তেমন খিচুড়ির সঙ্গেও আচার খেতে পছন্দ করেন কেউ কেউ। তবে আচার যে শুধুই স্বাদের খেয়াল রাখে, তা কিন্তু নয়।

স্বাস্থ্যরক্ষাতেও আচারের ভূমিকা অনেক। আচারে থাকে নানা ধরনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আর কী ভাবে শরীরের যত্ন নেয় আচার?

পেট ভাল রাখতে: আচারে প্রোবায়োটিক উপাদান রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। যা পেটের গোলমালের ঝুঁকি কমায়। বর্ষায় পেটের সমস্যা লেগেই থাকে, আচার কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আচারের প্রোবায়োটিক উপাদান হজমশক্তি বাড়িয়ে তোলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: আচারে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের মতো উপকারী উপাদান। অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট বিভিন্ন রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। শারীরিক দুর্বলতা কাটাতেও আচার বেশ উপকারী। তাই মাঝেমাঝে খানিক ক্লান্ত লাগলে আচার খেতে পারেন, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে: ওজন বেড়ে যাওয়া থেকে গ্যাস-অম্বল, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মূলে রয়েছে হজমের গোলমাল। অনেকেই হজমের গোলমাল দূর করতে নিয়মিত ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধ বেশি না খাওয়াই ভাল। তার চেয়ে ভরসা রাখতে পারেন আচারের উপর। আচার হজমের গোলমাল কমায়। আচার খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

বাতের ব্যথা কমাতে: আচার বাতের ব্যথা-বেদনা কমাতেও উপকারী। বাতের ব্যথা থাকলে রোজের খাদ্যতালিকায় রসুনের আচার রাখতে পারেন। এই টোটকাতেই কমবে ব্যথা। আচারে থাকা বিভিন্ন উপাদান পেশির নমনীয়তা হারাতে দেয় না। ফলে ব্যথা কমানো সহজ হয়। পেশিতে টান পড়া কমাতে: শরীরে জলের অভাবের ফলে মাঝে মধ্যেই পেশিতে টান পড়ে। নিয়মিত আচার খেলে এই সমস্যা খানিকটা কমে। আচারে থাকা সোডিয়াম, পটাশিয়াম শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। পেশিতে টান পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই মেলে।

ত্বকের একাধিক সমস্যা দূর করতে পারে ঘি

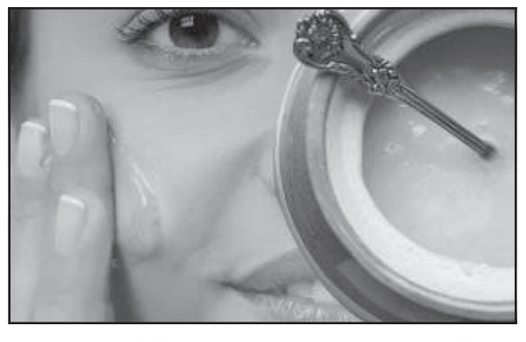

খাঁটি ঘিয়ের অবদান সম্পর্কে কমবেশি সকলেই অবহিত। রান্নাবান্না থেকে রূপচর্চা ঘিয়ের ব্যবহার রয়েছে সর্বত্রই। তাই আধুনিক পুষ্টিচর্চায় ঘি হল "সুপারফুড"। প্রাচীন কালে বিয়ের আগে হবু কনেরা তাঁদের রূপটানে ঘি ব্যবহার করতেন। আসলে ঘিয়ের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ডি এবং ই যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং হাওয়ায় ভেসে থাকা দূষণের কণাগুলির সঙ্গে লড়তে সক্ষম।

তার সঙ্গে এই তিনটি ভিটামিনই কোনও না কোনও ভাবে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। ঘিয়ে আবার বয়স ধরে রাখার গুণ (অ্যান্টি-এজিং প্রপার্টি) রয়েছে। বয়সজনিত কারণে ত্বকে যে সমস্যাগুলি হয়, নিয়মিত ব্যবহার করলে সেগুলি চলে যায়। তবে ব্রণর সমস্যা ত্বক থাকলে বা ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হলে ঘি ব্যবহার না করাই ভাল।

মুখে নিয়মিত ঘি মাখলে কী উপকার হয়? ১) শুকনো ত্বকের সমাধান: হাতে কয়েক ফোঁটা ঘি নিন। শুকনো ত্বকে লাগিয়ে দিন। যত ক্ষণ সম্ভব রাখার পরে ধুয়ে ফেলুন। শুকনো ত্বকের পাকাপাকি সমাধান হয়ে গেল। ২) বলিরেখা আটকাতে: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বলিরেখা পড়তে বাধ্য। কিন্তু তার গতি কমিয়ে দিতে পারে ঘি। ঘিয়ে থাকা ভিটামিন ই ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করে। রোজ ঘি লাগালে বলিরেখা দেরিতে পড়ে।

পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৪ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়র দীপক মজুমদার।

বিএলও হামিমুল ইসলামের আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ তৃণমূল কর্মী বুলেট খান গ্রেফতার

মুর্শিদাবাদ, ১৩ জানুয়ারী : সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের আখরিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আলাইপুর গ্রামের বিএলও হামিমুল ইসলামের আত্মহত্যার ঘটনার তদন্তে নতুন মোড় এসেছে। গত ১০ জানুয়ারি রাতে স্কুলের ভিতর থেকে হামিমুল ইসলামের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন। তৃণমূলের দাবি ছিল, এসআইআর (সার্ভিস ইনচার্জ রেজিস্টার) এর কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে হামিমুল আত্মহত্যা করেছেন। তবে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে একেবারেই অন্য ঘটনা।

এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ বুলেট খান নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। বুলেট খান, যিনি রানিতলা থানার ফুলপুর গ্রামের বাসিন্দা, তাঁর বিরুদ্ধে হামিমুল ইসলামের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বুলেট খান হামিমুল ইসলামের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল এবং সেই টাকা ফেরত না দেয়ার কারণে একাধিকবার হামিমুলকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি টাকা ফেরত চাওয়ার পর হামিমুলকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বুলেট খানকে ১২ জানুয়ারি লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং আদালত তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। পুলিশ জানায়, বুলেটের বিরুদ্ধে সাইবার প্রতারণার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য যে, হামিমুল ইসলামের মৃত্যুতে তৃণমূলের বিধায়ক রিয়াজ হোসেন সরকার স্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করে হামিমুলের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি দাবি করেছিলেন, 'হামিমুলের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী', কিন্তু তদন্তে উঠে আসা নতুন তথ্য পুরোপুরি ভিন্ন একটি চিত্র প্রকাশ করছে।

এদিকে, হামিমুল ইসলামের স্ত্রী সীমা খাতুন বিবি জানিয়েছেন, বুলেট খানের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ তিনি তুলে ধরেছেন। এই ঘটনায় স্থানীয়রা অবাক, কারণ তারা জানেন বুলেট খান একজন তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, তারা এখন বিভিন্ন প্রমাণ যাচাই করে দেখছেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে ভারতের সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে

শ্রীভূমি, ১৩ জানুয়ারি: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ১৩ জানুয়ারি বলেন, ''অসমের মানুষ সবসময় বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যাতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা হয়।''

উত্তর করিমগঞ্জের শ্রীভূমি শহরে এক সংবাদ সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা সবসময় বাংলাদেশে হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমি ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যাতে তারা বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়।''

কংগ্রেস দলের করিমগঞ্জ জেলা পুনঃনামকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, ''কংগ্রেস দল একপ্রকার টিউব লাইটের মতো কাজ করে, তারা বিষয়গুলো ধীরে ধীরে বোঝে। তারা ধীরে ধীরে সবকিছু বুঝে যাবে।''

শিক্ষকদের প্রদেশীকরণের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ''ভেঞ্চার স্কুল শিক্ষকদের প্রদেশীকরণের জন্য পোর্টাল সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় যোগ্য এবং প্রাপ্য প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।''

এর আগে, একই দিনে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভূমি শহরের একটি সরকারি বিদ্যালয় মাঠে ১৪,১৩৫ জন মহিলা উপকারভোগীকে মহিলাদের উদ্যোক্তা প্রণোদনা চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পল, কৌশিক রায়, স্থানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, দিনটি মাঘ বিহুর আগে উরুকা উৎসবের সাথে মিলে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে কোনো আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক মন্তব্য করতে বিরত ছিলেন।

বিজেপির তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : আজ বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে, দলটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করার অভিযোগ করেছে। বিজেপির মুখপাত্র তুহিন সিনহা আজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আই-প্যাকের অফিসে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) অভিযান চালানোর সময় নাকি হস্তক্ষেপ করেছেন।তুহিন সিনহা আরও বলেন, 'অভিযানটি শুরুর পর রাজ্যে বেশ কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা সামনে এসেছে, যা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো।' তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, যে বুথ স্তরের এক কর্মকর্তা কাজের চাপের কারণে আত্মহত্যা করেছেন, তা সত্য নয়।

'বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, এই ঘটনা অন্য কোনও কারণে ঘটেছে এবং তা সঠিকভাবে তদন্ত করতে হবে,' — বলছেন তুহিন সিনহা।

বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তোলে, তাদের কর্মকাণ্ড দেশের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।এছাড়া, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে এই অভিযোগের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

EXAMINATION NOTICE

Candidates who have applied for the post of Ward Secretary under Sabroom Nagar Panchayat are hereby informed that the Admit Card for the written examination can be collected from the office of the Sabroom Nagar Panchayat between 15th January 2026 to 17th January 2026 on all working days. Admit Cards can also be downloaded from the official website of Sabroom Nagar Panchayat :https://sabroomnp.tripura.gov.in/

Examination Schedule & Venue

Date of Examination :18th January 2026
Reporting Time : 10:00 AM
Gate Closing Time :11:00 AM
Examination Timing :11:00 AM to 1:00 PM
Examination Centre :Sabroom English Medium H.S. School

Important Instructions for Candidates

1. Candidates must bring the original Admit Card, Coupon and one Government issued Photo identity card (Aadhaar Card / Voter ID / Driving License / Passport).
2. Mobile phones, calculators, digital watches, log tables and any kind of paper or books are strictly prohibited inside the examination hall.
3. Candidates must use only a blue ball-point pen to fill in the answer sheet.
4. Any candidate found using unfair means or impersonation will be disqualified and may face legal action.
5. Candidates who download the Admit Card from the website must carry a coloured printout.

Executive Officer,
Sabroom Nagar Panchayat
Sabroom South Tripura

ICA/D-1783/26

PNIeT NO- 43/EE/PWD(DWS)/AMB/2025-26

Single bid item rate e-tender is invited for 04(Four) Nos, tender viz. Deployment of 01 (one) No. higher capacity truck and 04 (four) Nos. pickup van for covered distress pockets of Ganganagar, Dumburnagar and Manu R.D Block under DWS Division, Ambassa.
Last date & time for online Bidding: 16-01-2026 upto 3:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact
email- dwsdhalaiambassa@gmail.com

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er, R. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-3815/26

কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে টুর্নামেন্টে ব্যাপক সাফল্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৩ জানুয়ারি: কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে টুর্নামেন্টে এবং খেলো ইন্ডিয়া খেলো ক্যারাটে টুর্নামেন্টে ভারতের হয়ে ত্রিপুরার ছেলে এবং মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে এবং দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। অর্জন হয়েছে অনেক গোল্ড মেডেল, সিলভার মেডেল, ব্রোঞ্জ মেডেল। এছাড়া রাজ্যের সিনিয়র ক্যারাটে স্টুডেন্টরা অর্জন করে ব্ল্যাক বেল্ট ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট।রাজ্যের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য সোমবার নরসিংগর টি আই টি মাঠে একটি প্রাইজ উইনিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং টি আই টি এর এইচ ও ডি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য।অনুষ্ঠানে মেডেল প্রাপ্যরা উপস্থিত ছিলেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য ক্যারাটে খেলোয়াররা এবং অভিভাবক ও অভিভাবিকারা। সাথে উপস্থিত ছিলেন আরো এলাকার সাধারণ জনগণ। প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং টি আই টি এর এইচ ও ডি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য ক্যারাটে খেলোয়ারদের ভুয়সি প্রশংসা করেন এবং তাদের আগামী দিনের শ্রীবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতীয় পুরস্কার লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি:মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন প্রকল্প (এম.এম.এন.ইউ.পি.) শাসন পরিচালনা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বোচ্চ স্বাধীন জাতীয় পুরস্কার হিসেবে চিহ্নিত স্কচ পুরস্কার ২০২৫ পেয়েছে। নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া হেবিটেট সেন্টারের সিলভার ওক হলে গত ১০ জানুয়ারি "গভর্নিং বিকশিত ভারত" থিমের উপর আয়োজিত স্কচ শীর্ষ সম্মেলনে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষে নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা এবং যুগ্ম অধিকর্তা এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। স্কচ গ্রুপের কঠোর, স্বাধীন এবং ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন করার পর এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়েছে। স্কচ অ্যাওয়ার্ড এমন উদ্ভাবনী এবং প্রভাবশালী উদ্যোগগুলিকে স্বীকৃতি দেয় যা অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা এবং সুশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন প্রকল্পের (এম.এম.এন.ইউ.পি.) অধীনে রাজ্য সরকার প্রয়োজনভিত্তিক বিভিন্ন নগরোন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে নগরীর রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, বাজার এবং সামাজিক সম্পদের উন্নয়ন, পুর পরিষেবা বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি। এই প্রকল্পটি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন, প্রকল্পের সময়োপযোগী বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের সাথে সমন্বয়ের উপর জোর দেয়। এতে পরিকল্পিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে নগরোন্নয়নের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত হয় এবং শহরাঞ্চলের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান উন্নত হয়।এই জাতীয় স্বীকৃতি কারুকর নগর উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং নাগরিককেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

খোয়াই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে অসুস্থ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ জানুয়ারি:খোয়াই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্নানের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এক যুবক। জলের মধ্যেই অসুস্থতা অনুভব করায় কোনোমতে নদীর পাড়ে উঠলেও মুহূর্তের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে প্রথমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন খোয়াই নদীর তীরে। গুরুতর অসুস্থ যুবকের নাম কৃষ্ণধন দাস।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো সোমবার বিকেলেও মাছ ধরার উদ্দেশ্যে খোয়াই নদীতে নামেন কৃষ্ণধন। মাছ ধরা শেষে স্নান করার সময় আচমকাই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। জলের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পেরে গভীর এলাকা থেকে কোনোরকমে নদীর পাড়ে উঠে এলেও সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি।ঘটনাটি নজরে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল কর্মীরা যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে দ্রুত জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন।যুবকের অসুস্থতার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে প্রশাসন। এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কৃষ্ণধনের বাড়িতে রয়েছে তাঁর বৃদ্ধ মাযাঁর দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন পরিবার-পরিজনেরা।

ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে জাতীয় যুব দিবস পালন

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১২ই জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস পালন করল ডিওয়াইএফআই। সোমবার ছাত্র যুব ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ---এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের যুব নেতৃত্ব।অনুষ্ঠানে বক্তারা স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও শিক্ষার নানা দিক তুলে ধরেন। আত্মবিশ্বাস, চরিত্র গঠন ও মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবশক্তিকে দেশ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েই যুবসমাজকে ইতিবাচক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও ভাবধারা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অভিযোগ করেন, আজ গোটা দেশে বিভেদের রাজনীতি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে গেরুয়া পতাকা নিয়ে ত্যাগ ও শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন, সেই গেরুয়া পতাকাকেই রাজ্য ও দেশজুড়ে বিভেদের রাজনীতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবার বার্তা ও দর্শনকে পাথেয় করে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান নবারুণ দেব।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice inviting e-tender

PNIe-T No:17/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated : 06/01/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 40/EE/DIV-I/AMC/ 2025-26	23,99,844	47,997	90(Ninety) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding : 15/01/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of Opening of Bid : 15/01/2026 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

NOTICE INVITING TENDER NO-48 (2025-26)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment (External Electrical Work/Internal Electrification Work registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-"

Sl No.	Name of work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last date of Receivin (Upto 3.00 PM)
1	Providing Supply and installation of 80 mm dia GI pipe for fitting and fixing of LED street light fittings in different location in Ward No-34 i.e at Mather passage, 1.5 gali, opposite VK lane Anganwadi contre & at Mather passage, 4.5 gali under Agartala Municipal Corporation	Rs. 1,94,441.00 Rs. 3,889.00	10(Ten) Days	16/01/2026 19/01/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 16-01-2026.

Agartala Municipal Corporation
Executive Engineer (Electrical Division)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/KLSD/2025-26 dated 02/01/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 15-01-2026 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Improvement of road from (i) Baburbazar - Dhaliarkandi road to Yeazekhowra Dhaliarkandi road via Moula Mia house (ii) Yeazekhowra road to Yeazekhowra- Dhaliarkandi via Abdul Kalam and Anwar Ali house under Gournagar Block." (under RIDF-XXXI of NABARD during the year 2025-26) DNIT No. 42/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2025-26.	Rs. 2,85,37,025.44	Rs. 5,70,741.00	270 Days	Upto 15.00 Hrs on 15/01/ 2026	At 16.00 Hrs 15/01/2026	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding. after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of Rs.8000.00(Eight Thousand) only to be paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in/paul.rajib@gov.in [Nodal officer for e-procurement of PWD(R&B)]

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura

ICA/C-3821/26

HEALTH & FAMILY WELFARE DEFANI
NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.: EE(Engg. Cell)/NHM/06/2025-26, **Dated.09.01.2026**

The Executive Engineer, Engineering-Cell, State Health & Family Welfare Society, NHM, Palace Compound, Agartala, Tripura (West) on behalf of the Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADINGAND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENINGOF BID/ TECHNICAL BID
1	Construction of Health Sub-Centre (AAM) at AMC Ward No-08(Noagaon Krishnanagar UAAM) under Nandannagar UPHC during the year 2025-26/ S.H:- Earthwork and PCC work , all structural work like RCC work, Brick Masonry work etc. EE(Engg -Cell)/NHM/DNIT/19/2025-26	Rs. 18,85,298.00	Rs. 37,706.00	120 days	Up to 03.00 P.M. on 16.01.2026	At 04.00 PM. on 16.01.2026
2	Construction of Health Sub-Centre (AAM) at AMC Ward No-10(Ichamuya HSC) under Nandannagar UPHC during the year 2025-26/ S.H:- Earthwork and PCC work , all structural work like RCC work, Brick Masonry work etc. EE(Engg -Cell)/NHM/DNIT/20/2025-26	Rs. 18,85,298.00	Rs. 37,706.00	120 days		
3	Construction of Health Sub-Centre (AAM) at AMC Ward No-19(Maharaja Bir Bikram UAAM) under Bhati Abhoynagar UPHC during the year 2025-26/ S.H:- Earthwork and PCC work , all structural work like RCC work, Brick Masonry work etc. EE(Engg -Cell)/NHM/DNIT/21/2025-26	Rs. 18,85,298.00	Rs. 37,706.00	120 days		
4	Construction of Health Sub-Centre (AAM) at AMC Ward No-47(School Para HSC) under Ashrampara UPHC during the year 2025-26/ S.H:- Earthwork and PCC work , all structural work like RCC work, Brick Masonry work etc. EE(Engg -Cell)/NHM/DNIT/22/2025-26	Rs. 18,85,298.00	Rs. 37,706.00	120 days		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done inthe e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Engineering-Cell, NHM Palace Compound, Agartala

ICA/C-3829/26

বড় আখড়ায় ১৩৯তম পৌষ সংক্রান্তি মেলা ও উত্তরায়ণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ প্রত্যেক রায় বড় আখড়ায় ৫৫ নম্বর বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথের উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির কনভেনার নারায়ণ দেবনাথ, কালাছড়া ব্লকের বিডিও, মেলা কমিটির সভাপতি গৌর মনি নমঃ , মেলা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুশীল নমঃশূদ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, প্রত্যেক রায় বড় আখড়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলা ও উত্তরায়ণ উৎসব। চলতি বছরে এই মেলার ১৩৯তম বর্ষ উদ্‌যাপন করা হবে। আগামী ১৪ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত মোট চার দিনব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।এই মেলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ছাড়াও পার্শবর্তী রাজ্য আসাম থেকেও বহু দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। মেলাকে ঘিরে এক মিলনমেলার চিত্র ফুটে ওঠে। মেলায় বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের দোকান, খাবারের স্টল, শিশুদের খেলনার দোকান, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্টল বসবে।এছাড়াও কৃষকদের উৎসাহের লক্ষ্যে তাদের উৎপাদিত লাউ, কুমড়ো, বেগুন, বাঁধাকপি, লঙ্কা, মটরশুঁটি প্রভৃতি কৃষিপণ্যের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েবে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। এবছর নতুন আকর্ষণ হিসেবে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ফুলের বাগান ও প্রদর্শনী, সেখানেও সেরা প্রদর্শকদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে নবজাত শিশুর সফল চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ জানুয়ারি: দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের অধীন বীরচন্দ্র মনু শহিদ স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নর্থ তাকমা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার বাসিন্দা বাপন দেববর্মার বাড়িতে হোম বেস নিউ বর্ন কেয়ার পরিদর্শন করা হয়। সেই সময় তার এক মাসের কন্যাসন্তানের শারীরিক অসুস্থতা দেখতে পান আশাকর্মী। আশাকর্মী শিশুটির স্বাস্থ্যের অসংগতির বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী আশা ফেসিলিটেটর এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসারকে অবহিত করেন। আশাকর্মী থেকে খবর পেয়ে আশা ফেসিলিটেটর এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসার বাপন দেববর্মার বাড়িতে যান।

কমিউনিটি হেলথ অফিসার শিশুটিকে দেখার পর শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে দেখানোর পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ প্রসেনজিৎ দাসের কাছে নিয়ে যান। শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিশুটিকে পরীক্ষা করে আলট্রাসনোগ্রাফি করার পরামর্শ দেন। আলট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্টে শিশুর মিনিমাল অ্যাসাইটিস রোগ শনাক্ত হয়। রোগ শনাক্ত হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসা শুরু করার পর থেকে শিশুটিকে স্বাস্থ্যকর্মীরা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। সেই অনুযাযী গত ৮ জানুয়ারি, বিকেল সাড়েচারটায় অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট আশা নোডাল অফিসার ডাঃ গোপাল ধর, ডিস্ট্রিক্ট আশা প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এমপিডব্লিউ, আশা ফ্যাসিলিটেটর ও স্থানীয় আশাকর্মী নবজাতক শিশুটির স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তার বাড়িতে যান। পরিদর্শনের সময় অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট আশা নোডাল অফিসার ডাঃ গোপাল ধর, শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল এবং সফলভাবে বুকের দুধ খাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। শিশুটির মা, পরিবারের সদস্যরা সক্রিয় স্বাস্থ্যপরিষেবা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য গভীর সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

২০২৫ সালে ৮টি ব্যাচে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ইসরো পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করতে ডোনার মন্ত্রকের উদ্যোগে নর্থ ইষ্ট স্টুডেন্টস প্রোগ্রাম ফর এওয়্যারনেস, রিচ এন্ড নলেজ অন স্পেস প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পে ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট আটটি ব্যাচে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পাঠরত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ইসরো পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যাচে ৯০-১০০ জন করে শিক্ষার্থী এই সুযোগ পেয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে আটটি রাজ্য থেকে ১০০ করে মোট ৮০০ জন ছাত্রছাত্রীকে এই সুযোগ করে দেওয়া। এই প্রকল্পের ব্যয় বহন করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ (এনইসি) এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য যৌথ ভাবে ৬০:৪০ অনুপাতে। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩.৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ এনইসি দিয়েছে ২.৩ কোটি টাকা এবং বাকি রাজ্যগুলি যৌথভাবে দিয়েছে ১.৫৩ কোটি টাকা। শিলংস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সচিবালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫, **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মকর সংক্রান্তির আগে বাজারে উৎসবের আমেজ, তবে বিক্রি নিয়ে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: আগামীকাল মকর সংক্রান্তি। মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বাজারে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। তিল্লাই, গুড়, বাতাসা, চালের গুড়ি, কদমা সহ নানান ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। সকাল থেকেই ক্রেতাদের আনাগোনা থাকলেও, আগের বছরের তুলনায় বিক্রি অনেকটাই কম বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দিনের পর দিন প্রভাব পড়েছে উৎসবের বাজারে। আগে মকর সংক্রান্তির সময় বাজারে যে ভিড় দেখা যেত, এবার তা চোখে পড়ছে না বলেই মত বিক্রেতাদের। তবে ঐতিহ্য ও রীতি মেনে অনেকেই তিল-গুড়ের সামগ্রী কিনছেন। তিল্লাই বাতাসা ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে, খেজুর গুড় ২০০ টাকা এবং কদমা ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মকর সংক্রান্তির আগের দিন বাজারে উৎসবের ছোঁয়া থাকলেও, ব্যবসায়ীদের মুখে বিক্রি নিয়ে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

রাষ্ট্রবাদী’ নেতাদের দৌলতে মেলাঘর—কাঁকড়াবন রুটের অটো চলাচল মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : মেলাঘর—কাঁকড়াবন রুটে অটো চলাচল নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, বৈধ পারমিট থাকা সত্ত্বেও মেলাঘরের অটো রিকশাগুলিকে কাঁকড়াবন বিএমএস শাখা সড়কে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মেলাঘর বিএমএস শাখা ও অটো চালকরা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গোমতী জেলার কাঁকড়াবন বিএমএস শাখার বিরুদ্ধে চরম অনিয়ম ও অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে। মেলাঘরের যেসব অটো চালকদের বৈধ পারমিট রয়েছে।মেলাঘর টু কাঁকড়াবন ভায়া তৈবান্দাল সেই পারমিট অনুযায়ী তারা যাত্রী নিয়ে কাঁকড়াবন পর্যন্ত গেলেও, ফেরার সময় কাঁকড়াবন বিএমএস শাখা তাদের কোনও নাম্বার বা অনুমতি দিচ্ছে না। ফলে ওই সড়কে অটো চালাতে বাধার মুখে পড়ছেন চালকরা।

অটো চালকদের দাবি, বৈধ পারমিট থাকা সত্ত্বেও কাঁকড়াবন বিএমএস শাখার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেআইনি ও অন্যায়। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার মেলাঘর বিএমএস-এর পক্ষ থেকে কাঁকড়াবন বিএমএস শাখাকে অবগত করা হলেও তারা কোনওভাবেই তা মানতে রাজি নয় বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মেলাঘর বিএমএস-এর পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে কাঁকড়াবন বিএমএস শাখার এই অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে মেলাঘর—কাঁকড়াবন রুটে স্বাভাবিক অটো চলাচল নিশ্চিত করা হোক।

এদিন মেলাঘর বিএমএস অফিসে আয়োজিত এক বৈঠকে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন মেলাঘর বিএমএস সভাপতি বিপ্লব মজুমদার, মেলাঘর বিএমএস-এর বাস ও জিপ গাড়ির সেক্রেটারি বাবুল মিয়া এবং সিপাহীজলা ত্রিপুরা অটো রিকশা মজদুর সংঘের মেলাঘর সেক্রেটারি সুদীপ দাস। সকলের একটাই দাবি, কাঁকড়াবন বিএমএস শাখার এই অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে অবিলম্বে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হোক। এদিকে, এই সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে মেলাঘর—কাঁকড়াবন রুটে অটো পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন চালকরা, যার প্রভাব পড়বে সাধারণ যাত্রীদের ওপরও।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে পশু

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা, পরিচর্যা এবং নিয়মিত তদারকির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পশুপ্রেমী ও পরিবেশবিদদের একাংশ।

ধারাবাহিকভাবে পশু-পাখির মৃত্যুর ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। অভয়ারণ্যের মতো সংবেদনশীল এলাকায় যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিক পশু পরিচর্যা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশ সচেতন নাগরিকরা।

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এর মাধ্যমে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে কাছ থেকে বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। দুই মার্কিন আইনপ্রণেতার মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনশৈলী তাঁকে গণতন্ত্রের জটিলতা গভীরভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে। ম্যাককরমিক বলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে একইভাবে ভাবতে হয়, কারণ দুই দেশই ধর্ম, ভাষা ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর।”

অ্যামি বেরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের আন্তর্জাতিক আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তাঁর কথায়, “ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার যেভাবে দ্রুত বাড়ছে, তা বিশ্ব অর্থনীতি ও কৌশলগত হিসাব-নিকাশ নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে।”

ফটিকরায়ের ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

সংবাদ সম্মেলনে তিনি রাজ্যজুড়ে দুর্নীতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জমির দালালি ও মাফিয়ারাজের অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি ঘটনার দিন মুখ্যমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট জেলায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগও করেন তিনি।

চিড়িয়াখানায় আবর্জনার ছড়াছড়ি

● প্রথম পাতার পর

থেকে সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা অত্যন্ত মনোরম। চিড়িয়াখানার পরিবেশ একেবারেই স্নিগ্ধ, শান্ত ও শীতল। কোথাও চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, সম্পূর্ণ সাউন্ডলেস পরিবেশ। তাঁদের মতে, এমন শান্ত পরিবেশ পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়।

তাঁরা আরও বলেন, চিড়িয়াখানার পশু-পাখিগুলিও অত্যন্ত সুন্দর। এক গাছ থেকে অন্য গাছে বানরের দল বেঁধে লাফালাফি দেখাটা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তবে এত সুন্দর পরিবেশের মাঝেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব অত্যন্ত দুঃখজনক।

বিদেশি দম্পতির অভিযোগ, চিড়িয়াখানার ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিক বোতল ও নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এই প্লাস্টিক বর্জ্য দেখতে খুবই বাজে লাগে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করছে। দ্রুত এই প্লাস্টিক আবর্জনা পরিষ্কার করে চিড়িয়াখানাকে আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।

সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে অ্যালেক্স ও জিনেট আরও জানান, ভারতবর্ষ অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ। এখানকার মানুষ খুবই হৃদয়বান এবং অতিথিপরায়ণ। ভারতীয় খাবারও তাঁদের খুব পছন্দ। ভবিষ্যতে তাঁরা আবারও ভারতে আসতে চান বলেও জানান এই হল্যান্ডের দম্পতি।

তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটাই আবেদন এত সুন্দর, শান্ত ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা সিপাহিজলা চিড়িয়াখানাকে প্লাস্টিকমুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হোক, যাতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলায় রাজ্যপাল, ঘুরে দেখলেন বিশেষ প্রদর্শনী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলার শেষ দিনে মঙ্গলবার উপস্থিত থাকলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোসঊ মেলায় আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীও এদিন ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। বক্তব্যও রাখেন অনুষ্ঠানেঊ রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস যুবসমাজের উদ্দেশে বলেন, ’পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, কর্মই পরম ধর্ম। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আত্মবিশ্বাস হারানো চলবে না।’ পাশাপাশি তিনি নিজের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন এদিনঊ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে তাঁর যাওয়ার কথা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে সেগুলো উপস্থাপন করেন রাজ্যপাল।

উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলার আয়োজক বিবেকানন্দ পাঠচক্র। সহযোগিতায় সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ। রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ৯ থেকে ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষেই আয়োজন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলার।মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন স্বামীজীর পৈতৃক আবাসের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ। এদিন তিনি জীবে প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভের কথা এবং তরুণ প্রজন্মকে নতুন উদ্যমে জাগ্রত হওয়ার বার্তা দেন। এদিন ছিল সংস্কার ভারতী, হাওড়া নগর জেলার পরিবেশনায় গীতিআলেখ্যঊ অখণ্ড বন্দেমাতরম গায়ন-ও পরিবেশিত হয়। এছাড়াও ছিল বিবেক-প্রজ্ঞা বৃত্তি প্রদান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।প্রসঙ্গত, পাঁচ দিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলায় সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যুব সম্মেলন, আলোচনা সভা প্রভৃতি।

অস্ত্র বানানোর সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

বানানোর জন্য অবৈধভাবে মজুত রাখা হয়েছিল।

তিনি আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিট্টুকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, অভিযানটি পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলো ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। বিট্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

তিনি আরও জানান, ২০২৪ সালে বলবিরের বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানায় একটি মামলা রয়েছে। ওই মামলার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শিল্পের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে

● প্রথম পাতার পর

লোকসংগীত, যাত্রাপালার মতো নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রকৃতি, কৃষি ও হাজার বছরের সামাজিক সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন এই সময়টা শুধু আনন্দের নয়, কৃষকদের সাফল্যের সময়ও বটে। দীর্ঘদিন মাটিতে পরিশ্রম করার পর এই সাফল্য আসে। কৃষি কোনো একক মানুষের কাজ নয়এটি পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস। কৃষকরাই সমাজকে একসূত্রে বাঁধেন। পিঠেপুলি উৎসব তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতিলোকগান, বাউল গান, যাত্রাপালা, নাটক, কীর্তন ইত্যাদি পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই সংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব। বর্তমান প্রজন্ম যত বেশি এই সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণ করবে, ততই রাজ্য ও দেশ উপকৃত হবে।

মন্ত্রী বলেন আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব মূলত মাটি ও প্রকৃতির উৎসব। এই গ্রামের মানুষ মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তারা আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যকে মিলিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আজ আলপনা গ্রাম শুধু রাজ্যে নয়, দেশ-বিদেশেও পরিচিত। বহু মানুষ এই গ্রাম দেখতে আসেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের উন্নয়নের জন্য চারটি শ্রেণিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেনমহিলা , কৃষক, যুবসমাজ ও দরিদ্র মানুষ। এই চারটি শ্রেণির উন্নয়ন হলেই দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাবে। কৃষিই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কৃষকরাই খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তি, তারা গোটা সমাজকে ধারণ করে রাখেন। কৃষকরাই আমাদের অন্নদাতা। কৃষকদের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গে নিপা

● প্রথম পাতার পর

আসার পর রাজ্য সরকারকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা। সংক্রমণ যাতে আরও না ছড়ায়, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় যৌথ আউটব্রেক রেসপন্স টিম মোতায়েন করেছে।

জানা গেছে, ১১ জানুয়ারি আইসিএমআর-এর অধীন কল্যাণীর এইমস-এ অবস্থিত ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর ওই সন্দেহভাজন নিপা সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়। এরপরই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জাতীয় স্তরের জরুরি স্বাস্থ্য প্রোটোকল সক্রিয় করে।

ঘটনার খবর পাওয়ার পর দ্রুতই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের শীর্ষ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সচিব রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে প্রস্তুতির পর্যালোচনা ও দ্রুত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার নিপা মোকাবিলায় একটি জাতীয় যৌথ আউটব্রেক রেসপন্স টিম গঠন করেছে। এই দলে রয়েছেন পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি, চেন্নাইয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, কলকাতার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, এইমস কল্যাণী এবং পরিবেশ মন্ত্রকের ওয়াইল্ডলাইফ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। এই দল রাজ্য সরকারকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা করবে।

এদিকে, জাতীয় স্তরে সমন্বয়ের জন্য দিল্লির ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল (এনসিডিসি)-এর পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টারও সক্রিয় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাগার সহায়তা, রোগ নজরদারি জোরদার, সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রোটোকল এবং রোগী ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করেছে।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষজ্ঞ দলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সন্দেহভাজন রোগীদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের বিস্তারিতভাবে চিহ্নিত করা, আইসোলেশনের ব্যবস্থা এবং কড়া কন্টেইনমেন্ট পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে।

উল্লেখ্য, নিপা ভাইরাস একটি জুনোটিক সংক্রমণ, যা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে এবং মানুষ থেকে মানুষের মধ্যেও ছড়াতে পারে। এই ভাইরাসে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় দ্রুত শনাক্তকরণ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

পৃথক ৩টি দুর্ঘটনায় আহত একাধিক

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যায়। বর্তমানে আহতরা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই একই সড়কে এটি তৃতীয় দুর্ঘটনা। একের পর এক দুর্ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সড়কে যান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবিও উঠেছে।

অন্যদিকে, সোনামুড়া থানাধীন এনসিনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন এক বাইক চালক। আহত যুবকের নাম শাহরুখ হোসেন(২৮)। তার বাড়ি সোনামুড়া উত্তর আড়ালিয়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় বাইক চালকের হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত যুবককে উদ্ধার করে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএসএফের গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে বাইক চালককে ধাক্কা দেয়, যার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দলীয় কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

এগুলি সবই ভয়ের লক্ষণ। আর বলছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা হয়। কিভাবে শুধু চেয়ারে বসা যায় এটাই যেন তাদের লক্ষ্য। আমাদের গণতন্ত্র আছে। তাই মানুষ যা খুশি তাই বলতে পারে। সিপিএম মিথ্যা কথা বলতে পারদর্শী। আমরা কখনো ‘টিটিএডিসি চলো’ স্লোগান দিইনি। কংগ্রেসের কিছু করার অনেক সুযোগ ছিল। তারা সিপিএম-এর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জনগণকে প্রতারণা করেছিল। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে গত ৩৫ বছর ধরে সিপিএম কীভাবে রাজ্য শাসন করেছে।

ডাঃ সাহা বলেন, সবাইকে কাজ করতে হবে, কারণ কাজের বিকল্প নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিন সরকার দ্রুত গতিতে কাজ করছে এবং আগামী দিনে সিপিএম আর কোথাও থাকবে না।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “ব্যর্থতা সাফল্যের স্তম্ভ”, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৩ নম্বর প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি-র জয় নিশ্চিত। তিনি বলেন, অতীতের ভুলত্রুটি নিয়ে আত্মসমালোচনা করেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জয় ও পরাজয় রাজনীতির অঙ্গ, তবে পরাজয় থেকেই শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের লড়াই আরও শক্তিশালী করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি একটি সুশৃঙ্খল দল এবং কার্যকর্তাদের বামফ্রন্টের তৈরি করা উশৃঙ্খলতা ও বিভ্রান্তির ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি কার্যকর্তাদের জনগণের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দেন এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের দূরত্ব যেন না তৈরি হয়, সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই লক্ষ্যেই নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রতাপগড় মণ্ডলের সভানেত্রীসহ অন্যান্য দলীয় নেতা ও কার্যকর্তারা। সভায় দলীয় সমন্বয় বজায় রেখে সকলকে সঙ্গে নিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি শুধুমাত্র জনগণের জন্য কাজ করে, কিন্তু বিরোধীরা শুধুমাত্র নিজেদের কথা চিন্তা করে এবং ঘরে বসে থাকতে পছন্দ করে। সরকারের কাছ থেকে সমস্ত সুবিধা নেওয়া সত্ত্বেও, তারা তাদের রঙ পরিবর্তন করে চলেছে। আমরা কাজ করছি এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ অনুসরণ করছি - মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। আমাদের অবশ্যই জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। ২০১৪ সালের আগে, আমাদের দেশ অনেক ভুগেছিল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের পার্টি গুন্ডা পার্টি নই। আমরা আক্রমণ করি না; আমরা আইন মেনে পদক্ষেপ নিই। আমরা ‘নতুন ত্রিপুরা’ গড়তে কাজ করছি। এখন আমাদের মনোযোগ দিতে হবে টিটিএএডিসি এবং দশটি আসনে, যেখানে সিপিএম জিতেছে। সিপিএম শুধুমাত্র তাদের শাসনামলে হিংসা ও সন্ত্রাসের জন্য পরিচিত। তারা বহু মানুষকে হত্যা করেছে এবং কোন বিচার হয়নি। সাহায্যের জন্য লোকজনকে দলীয় কার্যালয়ে যেতে হয়েছে। এমনকি নিজেদের মন্ত্রীকেও হত্যা করেছে। তবে আমাদের দল ক্ষমতায় আসার পর কোনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এ ধরনের ব্যক্তিদের হাত থেকে সবাইকে মিলে রাজ্যকে রক্ষা করতে হবে। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটি মিনি পাকিস্তান তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, মানুষ এর বিরোধিতা করছে এবং আওয়াজ তুলছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আগামী দিনে সেখানে বিজেপি জয়ী হবে এবং কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাকে ধ্বংস করেছে, যা একসময় সেখানে জন্মগ্রহণ করা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত ছিল।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ ১৩-প্রতাপগড় মন্ডলের সকল কার্য্যকর্তা ও পদাধিকারীগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

জাতীয় অনূর্ধ-১৫ মহিলা এই নিউজের সঙ্গে ছবিটি দেওয়া যেতে পারে।

ক্রিকেট ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট ঘিরে প্রস্তুতি আগরতলা প্রেস ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খোয়াই প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আগামী ২০ জানুয়ারি, খোয়াই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বন্ধুত্বপূর্ণ এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তাদের আমন্ত্রণে আগরতলা প্রেসক্লাবের ক্রিকেট টিম এই ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নিতে যাবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের চূড়ান্ত ক্রিকেট টিম গঠনের লক্ষ্যে আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে প্রগতি মাঠে প্রশিক্ষণ ও সিলেকশন ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। এতে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত সাংবাদিক ক্রিকেটার কৃষানু দেববর্মা, সুব্রত দেবনাথ, সিশান চক্রবর্তী, রাকেশ সাহা, নারায়ণ শীল, দিব্যেন্দু দে, অভিজিৎ মজুমদার, সুমন ঘোষ, প্রবীর দেববর্মা, অঞ্জন দেব, রবীন্দ্র বণিক, প্রসেনজিৎ সাহা, রবিন কলৈই, অরিন্দম চক্রবর্তী, মেঘধন দেব, মিল্টন ধর, ভাস্কর দাস, সুব্রত দেবনাথ (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) বাপন দাস, কিংকর শীল, সুমিত সিংহ, প্রণব শীল, সন্তোষ গোপ, জাকির হোসেন, অনির্বাণ দেব, অভিষেক দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, বিষ্ণুপদ বণিক সহ ইচ্ছুক সকলকে ১৬ই জানুয়ারি, শুক্রবার সকাল ৮ টায় সিলেকশন ট্রায়ালে কনভেনার তথা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে এবং ম্যানেজার সুপ্রভাত দেবনাথের কাছে রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ স্পোর্টস কমিটির বিশেষ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আগামী মাসে সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ সংশ্লিষ্ট সকল সাংবাদিক খেলোয়াড়দের এতে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

গোয়াতে অল ইন্ডিয়া রেসলিংয়ে ত্রিপুরা দলের দারুণ সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অল ইন্ডিয়া ট্র্যাডিশনাল রেসলিং এবং পেনক্রেশন ১৩ তম ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ গোয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ত্রিপুরার কোচ মোহাম্মদ আম্বার আলীর নেতৃত্বে চারজন খেলোয়ার অংশগ্রহণ করেন এবং দারুন সফলতা অর্জন করেন। এর মধ্যে সিনিয়র মহিলা বিভাগে ৪৫ কেজি ক্যাটাগরিতে যথাক্রমে বেল্ট রেসলিং , নাগা রেসলিং, মাস রেসলিং , অ্যামেচার এম এম এ , লক্ষ্মী রানী সিনহা চারটিতেই স্বর্ণপদক অর্জন করে। সিনিয়র মহিলা বিভাগে ৫৫ কেজি ক্যাটাগরিতে শীলা দেবনাথ একটি স্বর্ণপদক, একটি রৌপ্য পদক এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। অনূর্ধ ১৩ বছর ছেলেদের বিভাগে রোহিত দাস দুটি স্বর্ণ পদক এবং একটি রৌপ্য পদক অর্জন করে , অনূর্ধ ১৩ বছর মেয়েদের বিভাগে অস্মিতা দেব একটি রৌপ্য পদক এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৭ থেকে ১২ জানুয়ারি গোয়ায় প্যাডম স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ব্যাডমিন্টন হল-এ। তাতে ভারতবর্ষের ২১ টি রাজ্যের খেলোয়াররা অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরার খেলোয়ারদের এই দারুণ সফলতায় ত্রিপুরা ট্র্যাডিশনাল রেসলিং এন্ড পেনক্রেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রশান্ত সিনহা সহ অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য ও খেলোয়াররা অত্যন্ত আনন্দিত। ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের এই সফলতার জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরা প্লেয়ার ফোরামের সভাপতি লিটন রয় এবং অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। ত্রিপুরার টিম ১৭ জানুয়ারি শহরে ফিরবে। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা অ্যালিসা হিলির, ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন অসি অধিনায়ক

অস্ট্রেলিয়ার আট বারের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের পরেই তিনি ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন।

অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের দলের অধিনায়ক জানান, গত কয়েক মাস ধরেই চোটের সঙ্গে লড়াই করছেন। এটা তাঁর জন্য মানসিক ভাবে বেশ ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। এই বছর ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর হিলি ঠিক করেছেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম 'বড় সিরিজ' খেলে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন।'উইলোটক ক্রিকেট পডকাস্ট'-এ হিলি বলেন, "আমি এই খবরটি জানানোর জন্য পডকাস্টকেই বেছে নিয়েছিলাম। আজ আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাচ্ছি যে, ভারত সিরিজের শেষেই আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। দয়া করে আমাকে কাঁদাবেন না। সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না, কিন্তু কোনও এক সময়ে তো নিতেই হতো।"হিলি মজা করে বলেন যে, তাঁর স্বামী তথা অজি পেসার মিচেল স্টার্ক সম্প্রতি গল্ফে 'হোল-ইন-ওয়ান' করেছেন, তাই তাঁকে হারানোর জন্য এখন এই খেলায় পুরো সময় দেওয়া প্রয়োজন।

মানসিক ক্লান্তির বিষয় নিয়ে ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, "এটা অনেক দিন ধরেই আমার মাথায় ছিল। আমার মনে হয় গত কয়েক বছর মানসিক ভাবে বেশি ক্লান্তিকর ছিল। বেশ কিছু চোটও ছিল। বারবার নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে হয়। কিন্তু আমার সেই মানসিক শক্তি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শেষ করার সুযোগ পাওয়াটা দারুণ। কারণ, আমাদের কাছে এটা অন্যতম বড় সিরিজ। সতীর্থ এবং পরিবারের সামনে ক্রিকেটজীবন শেষ করতে পারাটা সত্যিই বিশেষ কিছু হবে। ভারতে বিশ্বকাপ জিতে শেষ করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু ঘরের মাঠে শেষ করাটাও দুর্দান্ত হবে।"ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। এই সফরে রয়েছে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও এক দিনের ম্যাচ এবং একটি টেস্ট।দেশের হয়ে ১২৩টি এক দিনের ম্যাচে ৩.৫৬৩ রান রয়েছে হিলির। এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন ১৬২টি। রান ৩, ০৫৪। দশটি টেস্ট খেলে করেছেন ৪৮৯ রান। মোট ১৭২টি ক্যাচ রয়েছে এই উইকেট রক্ষকের। স্টাম্প ১০৩টি।

ফটিকরায়ে আইপিএল ধাঁচে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফটিকরায় বিধানসভার অধীন কৃষ্ণনগর স্কুল মাঠে আইপিএল ধাঁচে ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে আগামী ২৬ জানুয়ারি এই বড় মাপের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১ লক্ষ টাকা ও ট্রফি এবং রানার্স-আপ দল পাবে ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি। কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান টুর্নামেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা আরো জানান, এই টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র ঊনকোটি জেলার খেলোয়াড়রাই অংশ নিতে পারবেন। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম রাজ্যের যেকোনো স্থান থেকে হতে পারবে।খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। রেজিস্ট্রেশন ফি ২৯৯ টাকা। ফ্র্যাঞ্চাইজি বা দলের নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি এবং ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে খেলোয়াড় নিলাম। বিস্তারিত জানতে ফটিকরায় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ফেসবুক পেজ অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়।

জাতীয় অনূর্ধ-১৫ মহিলা, প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন দলকে পদকে সংবর্ধনা টিসিএ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২০ দিনের মধ্যে আবারও ত্রিপুরায় এলো বিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। এনেছে অনূর্ধ ১৫ মহিলা ক্রিকেট দল। প্লেট গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয়ের সুবাদে আগামী মরশুমে ত্রিপুরা দল এলিট গ্রুপে খেলবে। পুরো টিম আজ আগরতলায় পৌঁছুলে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে খেলোয়ারদের উত্তরীয় ও পদকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী সহ গভর্ণিং বডি ও আজীবন সদস্য প্রমুখ প্রত্যেক খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান। টিসিএ-র সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। এদিকে, দারুন অনুভূতি কোচ তপন কুমার দেব, সহ-কোচ মাম্পি দেবনাথ, ম্যানেজার ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, দলনেত্রী অনুষ্কা শীল সহ দলের সকল খেলোয়ারদের। সাফল্য অর্জনকারী রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: অনুষ্কা শীল (ক্যাপটেন), অস্মিতা রায় (ভাইস-ক্যাপ্টেন), অনুভা পাল, নেদ্রিনা বড়ুয়া, ফুলেশ্বরী দেবনাথ, শ্রাবন্তী চৌধুরী, সৃজিতা মজুমদার, সাক্ষী বার্মা, পূর্বা চৌধুরী, মহাশ্বেতা দাস, ঋদ্ধি নমঃ, অঙ্কিতা পাটারী, পাপিয়া দাস, ঋষিতা সূত্রধর, মুনমুন বনিক, রিমসা কর্মকার, স্নেহা নোয়াতিয়া (উইকেট কীপার), আকাঙ্খা দেবনাথ, সায়ন্তিকা সূত্রধর, শ্যামশ্রী সেন, ক্রিস্টিনা রেমা। ত্রিপুরার খেলোয়ারদের এই দারুণ সফলতায় ত্রিপুরা ট্র্যাডিশনাল রেসলিং এন্ড পেনক্রেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রশান্ত সিনহা সহ অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য ও খেলোয়াররা অত্যন্ত আনন্দিত। ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের এই সফলতার জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরা প্লেয়ার ফোরামের সভাপতি লিটন রয় এবং অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। ত্রিপুরার টিম ১৭ জানুয়ারি শহরে ফিরবে। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

অক্ষরদের উপেক্ষা, 'চোখের মণি'কে জাতীয় দলে সুযোগ! নেটদুনিয়ার রোষে 'পক্ষপাতদুষ্ট' গম্ভীর

পারফরম্যান্স বা অভিজ্ঞতা নয়, জাতীয় দলে সুযোগ পেতে গেলে দরকার গৌতম গম্ভীরের 'স্নেহ'! এমনটাই মনে করছে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। সোমবার ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্ত হিসাবে তরুণ ব্যাটার আয়ুষ বাদোনির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেটিজেনরা। তাঁদের প্রশ্ন, ঘরোয়া ক্রিকেটে হতশ্রী পারফরম্যান্সের পরেও কোন যুক্তিতে জাতীয় দলে ডাক পান বাদোনি? গম্ভীরের 'চোখের মণি' বলেই কি এই সুযোগ পেয়েছেন?

নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরুর ঠিক আগে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এই উইকেটরক্ষক। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই চোটের কবলে টিম ইন্ডিয়ার আরও এক ক্রিকেটার। প্রথম ওয়ানডে চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সেই আঘাত এতটাই গুরুতর যে, গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে যেতে হল তারকা অলরাউন্ডারকে। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে আগামী দু'টি ওয়ানডের জন্য স্কোয়াডে এসেছেন বাদোনি। টিম ম্যানেজমেন্টের সেই সিদ্ধান্তকেই তুলোধোনা করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে একেবার দাগ কাটতে পারেননি দিল্লির এই ব্যাটার। সবমিলিয়ে তিন ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১৬ রান। যদিও রনজি ট্রফিয়ে তিনটি হাফসেঞ্চুরি করেছেন। রান পেয়েছেন দলীপ ট্রফিতেও। কিন্তু সাম্প্রতিক ফর্ম ঘিরেই বাদোনিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন নেটিজেনরা। কারও মতে, গম্ভীর যখন লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন তখন থেকেই বাদোনিকে পছন্দ করতেন। তাই এখন জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।'

অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, মাঝেমাঝে বল করলেও বাদোনি মূলত ব্যাটার। যেখানে অক্ষর প্যাটেলের মতো স্পিনার অলরাউন্ডার রয়েছেন, সেখানে সুন্দরের পরিবর্ত হিসাবে কেন বাদোনিকে বেছে নেওয়া হল? সেটার কারণ কি গম্ভীরের ব্যক্তিগত পছন্দ? ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের মতে, বাদোনি হয়তো জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার যোগ্য কিন্তু সেটা আরও কয়েকদিন পরে। তাঁকে নিয়ে অযথা তাড়াহুড়ো করল গম্ভীরের ম্যানেজমেন্ট। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার। কিন্তু সেই সুযোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল পক্ষপাতিত্বের বিতর্ক।

বাংলাদেশের অনুরোধ খারিজ করার পথে আইসিসি, ভারতেই বিশ্বকাপ খেলতে হবে, চাপে পড়ে পিছু হটল সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডও

ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না আসার যে অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ, তা সম্ভবত খারিজ করে দিতে চলেছে আইসিসি। ইঙ্গিতে তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ খেলতে হলে তা ভারতের মাটিতেই খেলতে হবে। নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবিকে উড়িয়ে আইসিসি জানিয়েছে, ভারতে এসে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা 'খুবই কম'।

আইসিসি সূত্রের দাবি, ঝুঁকি পর্যালোচনা করে আইসিসি যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে চিন্তার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। পাশাপাশি, বাংলাদেশে ক্রীড়া এবং যুব উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আইসিসি-র যে চিঠির দাবি করেছেন, তা 'পুরোপুরি অসত্য' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিসি জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশকে কোনও চিঠি পাঠায়নি। পরিস্থিতি বুঝে পিছু হটেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি)।

আইসিসি-র একটি সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, "আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নিজেদের মতো করে আইসিসি নিরাপত্তা পর্যালোচনা করিয়েছে। সেখানে কোথাও বলা হয়নি যে, ভারতে ম্যাচ খেলতে এলে নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যা হবে। ভারতে সার্বিক নিরাপত্তা সমস্যা 'মাঝারি' থেকে 'খুবই কম'-এর মধ্যে। বড় ধরনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটা একদম ঠিকঠাক।"

ভারতের কোনও মাঠেই বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানানো হয়েছে ওই রিপোর্ট। সূত্রটি বলেছেন, "পেশাদার পরামর্শের ভিত্তিতে, কলকাতা এবং মুম্বইয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তার ঝুঁকি মাঝারি থেকে কম। নিরাপত্তার পরিকল্পনা এবং সব দিক খতিয়ে দেখেও এটা কখনওই বলা যায় না যে একেবারেই ঝুঁকি নেই। কোনও নিরাপত্তা সংস্থা এই দাবি করতে পারে না।"

উল্লেখ্য, সোমবার বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সদর দফতরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা। সেখানেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলেন আসিফ। 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী আসিফ জানিয়েছিলেন, তিনটি কারণে ভারতের বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে বলে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে আইসিসির নিরাপত্তা বিভাগ। অন্যতম কারণ মুস্তাফিজুর। আসিফ বলেছিলেন, "চিঠিতে বলা হয়েছে, তিনটি কারণে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হতে পারে ভারতে। প্রথম, বাংলাদেশ দলে মুস্তাফিজুর থাকলে। দ্বিতীয়, বাংলাদেশের সমর্থকেরা জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ভারতের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে। তৃতীয়, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, সমস্যা তত বাড়তে পারে।"

পরে বিসিবি একটি বিবৃতি দিয়েছে বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করেছে। তারা জানিয়েছে, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা বিষয়ে আইসিসি এবং বিসিবি-র কিছু আভ্যন্তরীণ কথাবার্তা এ দিন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা উল্লেখ করেছেন। এটি কোনও ভাবেই বাংলাদেশের ম্যাচ সরানোর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইসিসি-র সরকারি উত্তর নয়। ফলে বাংলাদেশ বোর্ড নজরুলের মন্তব্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে।তবে বিসিবি এটাও জানিয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থেই ম্যাচ সরানোর অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও আইসিসি-র সূত্রের দাবি, আসল সূচিতে পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেছেন, "স্থানীয় প্রশাসন এবং বিসিসিআইয়ের সহযোগে যে নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে আইসিসি-র। অতীতেও বিসিসিআই বড় মাপের আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আয়োজন সফল ভাবে সামলে দিয়েছে।

আইসিসি বলেছে, "বাংলাদেশ-সহ সদস্য দেশগুলির সকলের সঙ্গেই আইসিসি কথা বলেছে। যেখানে দরকার সেখানে প্রয়োজনমতো নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আইসিসি-র তরফে।"

উল্লেখ্য, এ দিন আইসিসিকে এক হাত নিয়েছিলেন আসিফ। আইসিসির যুক্তি উদ্ভট এবং যুক্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা। তিনি বলেছিলেন, "আইসিসি যদি ভাবে আমাদের সেরা বোলারকে বাদ দিয়ে দল গড়ব, সমর্থকেরা জার্সি পড়তে পারবে না আর বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে, তা হলে এগুলো অবাস্তব ভাবনা। এর চেয়ে অবাস্তব প্রত্যাশা আর কিছু হতে পারে না।" আইসিসির চিঠি এবং আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার ঘটনা তুলে ধরে আসিফ দাবি করেছেন, বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন, "ভারতে এখন যে উগ্র সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ-বিদ্বেষী পরিবেশ রয়েছে, তাতে সেখানে ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গত ১৬ মাস ধরে যে ধরনের প্রচার চলছে, তাতে আশঙ্কা থাকেই।" তিনি আরও বলেছেন, "ক্রিকেটে কারও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। আইসিসি সত্যিই বিশ্বজনীন সংস্থা হয় এবং ভারতে কথা যদি ওঠবোস না করে তা হলে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করুক। ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা নতি স্বীকার করব না।'

'কোহলি যা বলে তাই করে', বিরাটের প্রশংসা শ্রেয়সের মুখে, সাজঘরের পরিবেশ মিস করছিলেন চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা আয়ার

দু'জনে মিলে একসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে দলকে জিতিয়েছেন। রবিবার প্রথম ম্যাচের পর সেই বিরাট কোহলির প্রশংসা শোনা গেল শ্রেয়স আয়ারের মুখে। সাফ জানালেন, বিরাট অন্যদের থেকে আলাদা। কারণ তিনি যা বলেন, সেটাই করে দেখান। নিজের প্রত্যাবর্তন নিয়েও মুখ খুলেছেন শ্রেয়স।রবিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে ৯১ বলে ৯৩ রান করেন কোহলি। ভারত জেতে ৩০১ রান তাড়া করে। কোহলি দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে সব ফরম্যাট মিলিয়ে ২৮ হাজার রান করে ফেললেন। এখন শুধু সচিন তেন্ডুলকরের পিছনে রয়েছেন।বোর্ডের প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় শ্রেয়স বলেছেন, "কোহলির ইনিংস নিয়ে যতই বলতে যাই না কেন, সেটা কম হবে। এত বছর ধরে কোহলিকে এই কাজ (রান তাড়া) ধারাবাহিক ভাবে করে যেতে দেখছি। যে ভাবে খুচরো রান এবং দরকারে বোলারদের আক্রমণ করে তা অসাধারণ। কোহলি যেটা বলে সেটাই করে দেখায়।"অস্ট্রেলিয়া সিরিজ চোট পাওয়ার পর আবার ক্রিকেট মাঠে প্রত্যাবর্তন হয়েছে শ্রেয়সের। মাঝে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে। এক রানের জন্য অর্ধশতরান করতে পারেননি। তবে ভারতের হয়ে আবার খেলতে পেরে আপ্লুত শ্রেয়স।ভারতীয় ব্যাটারের কথায়, "সিরিজটা দারুণ ভাবে শুরু হল। বেশ কিছু দিন পর আবার দলে ফিরলাম। খুব ভাল লাগছে ফিরতে পেরে। তার চেয়েও বড় কথা, সকলের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নিতে পেরে আরও ভাল লাগছে। বেশ অনেক দিন এই স্বাদটা পাওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফিরতে পেরে খুশি।"

চোট পাওয়া শুভমনকে তো ইডেনে নামানো হয়নি, সুন্দরকে ছাড় নয় কেন! তারকা-সংস্কৃতি নিয়ে বিতর্ক ভারতীয় ক্রিকেটে

যে গৌতম গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেট দলে তারকা-সংস্কৃতি বন্ধ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর, সেই তিনিই কি তারকা ক্রিকেটারকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন? তিনি কি দ্বিচারিতা করছেন? নতুন বিতর্কে ভারতীয় ক্রিকেট।বিতর্কের কারণ, চোট নিয়েও ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাট করতে নামা। প্রশ্ন উঠছে, তারকা ক্রিকেটারেরা চোট পেলে কি তাঁদের জোর করে ব্যাট করতে পাঠানো হত? উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে শুভমন গিলের।নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে সুন্দরের চোট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন ব্যাটিং করতে পাঠানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহম্মদ কাইফ। তিনি মনে করেন, টিম ম্যানেজমেন্ট সুন্দরের প্রতি অবিচার করেছে।বডোদরায় প্রথম এক দিনের ম্যাচে বোলিং করার সময় সুন্দর অস্বস্তি অনুভব করেন এবং মাত্র পাঁচ ওভার বল করার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু ভারতের রান তাড়া করার সময় তাঁকে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে নামানো হয়। তিনি ৭ বলে ৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। কাইফের মতে, সুন্দরের পরিবর্তে কুলদীপ যাদব বা অন্য কাউকে ব্যাটিংয়ে পাঠানো উচিত ছিল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনে প্রথম টেস্টে শুভমন গিলের উদাহরণ টেনে আনেন।কলকাতা টেস্টে শুভমন ঘাড়ের সমস্যার কারণে মাত্র ৩ বল খেলেই মাঠ ছেড়েছিলেন এবং পরে আর ব্যাটিং করতে নামেননি। এমনকি দ্বিতীয় টেস্ট এবং পরবর্তী এক দিনের সিরিজ থেকেও ছিটকে যান।এই প্রসঙ্গে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কাইফ বলেন, "আপনাদের মনে থাকবে, যখন শুভমন চোট পেয়েছিল, সেই টেস্টে আর ব্যাট করতে নামেনি। সেই ম্যাচ এমন একটা পরিস্থিতিতে পৌঁছেছিল, যখন ভারত আর ২০-৩০ রান করলেই জিতে যেত। তবু শুভমনকে নামানো হয়নি। ওর চোট যাতে আরও বেড়ে না যায়, সেই কারণেই এটা করা হয়েছিল। কিন্তু সুন্দরের ক্ষেত্রে তো সেই একই মনোভাব দেখা গেল না!"কাইফ আরও যোগ করেন যে, কুলদীপ, সিরাজ বা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর মতো কাউকে পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেত। একদম শেষ মুহূর্ত বা অনিবার্য পরিস্থিতি ছাড়া সুন্দরের নামা উচিত ছিল না বলে তিনি মনে করেন।সুন্দর বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের অলরাউন্ডার আয়ুষ বাদোনি।তবে এটিও সত্যি, গত বছর ইংল্যান্ড সফরে পায়ের চোট নিয়েও দলের প্রয়োজনে ব্যাট করতে নেমেছিলেন ঋষভ পন্থ।

মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: মানুষের সমস্যায় সবসময় সাহায্যের হাত নিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করছে। মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার।

আজ আগরতলা পুর নিগমের অধীন ৩২ নং এবং ৩৪ নং ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশেগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই কার্যক্রমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গতকালও এধরণের কর্মসূচি করা হয়েছে। এধরণের উদ্যোগে আপনাদের মতো আমরাও খুশি অনুভব করি। কাউকে সাহায্য করলে নিজেরও লাভ হয়। মানুষের সমস্যায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াটাই মানবিকতা। দুর্যোগপূর্ণ সময়েও মানুষকে সহায়তা করার সুযোগ আসে। অনেকে ভোট দেওয়ার সময় ভোট চাইতে আসেন। কিন্তু এধরণের সামাজিক কার্যক্রম আমরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করছি। এতে মানুষের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করা যায়।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলি শুধু কথার কথা নয়, এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর ভারতীয় জনতা পার্টির মূল মন্ত্র হচ্ছে সেবাই আমাদের ধর্ম। সেবার মধ্যেই একটা আধ্যাত্মিক ভাবনা জড়িয়ে রয়েছে। যা আমাদের পার্টির মধ্যে রয়েছে। এধরণের কাজের মাধ্যমে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ স্থাপন করা যায়। যেমন রক্তদানের মাধ্যমেও অন্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কার রক্ত কখন কোথায় যায় সেটা কেউ জানে না। এসবই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের অভিভাবক। তাঁর দিক নির্দেশনায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি আমাদের প্রতিটি মানুষের কাছে যেতে বলছেন। আমরা লাখপতি দিদি তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছি। মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। সেই দিশায় স্ব সহায়ক দলগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। আগে মাত্র চার হাজারের মতো স্ব সহায়ক দল ছিল। সেই জায়গায় এখন প্রায় ৫৬ হাজার হয়েছে। মহিলাদের আয় বৃদ্ধি হলে তাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই ত্রিপুরাকে একটা নতুন ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য।

ডাঃ সাহা বলেন, মাঝেমধ্যে উশৃঙ্খলতা বিষয়ে শোনা যায়। কিন্তু আমাদের সরকার কখনোই উশৃঙ্খলতাকে বরদাস্ত করবে না। যারা এখনো ভুলপথে চলছে তারা যাতে সেই রাস্তা পরিহার করে। অন্যথায় অভিভাবক হিসেবে আমরা যা যা করার সেটা করবো। আমরা চাই রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে। ত্রিপুরায় এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বিরোধীরা অনেক কিছু বলে থাকেন। তাদের কাজই হচ্ছে বিরোধিতা করা। তারা মানুষের সঙ্গে যুক্ত নেই আর। তারা এখন ফোনের মাধ্যমে আর প্রেস কনফারেন্স করে রাজনীতি করে। আর আমরা মাঠে ময়দানে নেমে মানুষের জন্য কাজ করি।

এদিন এই সামাজিক কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আনারস বাগানে চোরের হানা, প্রায় ১,০০০ গাছ চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ছোট আমতলী এলাকায় এক আনারস বাগানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা বাগানে হানা দিয়ে প্রায় ১,০০০টি আনারস গাছ তুলে নিয়ে যায় এবং আরও কয়েকশ গাছ ভেঙে নষ্ট করে ফেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছোট আমতলী এলাকার জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও সুমন মহালনবিশ যৌথ উদ্যোগে ওই আনারস বাগানটি গড়ে তুলেছিলেন। সরকারের "স্বাবলম্বী হতে হবে" আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এই আনারস চাষ শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ এই ঘটনায় তাঁরা আর্থিকভাবে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

তবে এই ঘটনা শত্রুতামূলক নাকি নিছক চুরির উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত আনারস চাষিরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুরো ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন কৃষক যুবক জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

ভিবিজি রাম জি গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবিকা উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে: রতন লাল

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : নতুন ভি বি-জি রাম জি আইন শুধু মাত্র প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, এটি গ্রামীণ জীবনের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ তথ্য জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, আজ মোহনপুর ব্লকের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায়। ব্লক এলাকার সমস্ত পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, পূর্বতন রেগা-র সঙ্গে যুক্ত কর্মী, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক ও বিডিও-র উপস্থিতিতে ভি বি-জি রাম জি আইন নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ভি বি-জিরামজি আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সঠিকভাবে প্রচার ও জ্ঞাতকরণ মাধ্যমে। তিনি বলেন, মহলে এই আইন মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত, এবং এর সফল বাস্তবায়ন জনগণের অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২০১৪-এর আগে, গত ১০ বছরে মনরেগা-এর মোট বাজেট ছিল ২ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের সময়, ২০১৫ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

আইন পূর্বেও ছিল, তাহলে বাজেট এত কম কেন? প্রধানমন্ত্রী মোদি সর্বদা গ্রাম, কৃষক ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। প্রতিবছর বাজেটের মধ্যে মনরেগা-এর জন্য স্বতন্ত্র বরাদ্দ থাকে। ২০১৪-এর আগে সর্বোচ্চ বার্ষিক বাজেট ছিল ৩৩ হাজার কোটি টাকা, আর প্রধানমন্ত্রী মোদির সময় এটি হয়েছে ৮৬ হাজার কোটি টাকা। এখন আপনি বাস্তবতা বুঝতে পারছেন।

মন্ত্রী বলেন, মনরেগা-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ সৃষ্টি। গত সাত বছরে আমাদের রাজ্যে ৮ লক্ষ ১০ হাজার সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, আর ২০১৮-এর আগে সাত বছরে ছিল ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার সম্পদ। মজুরি প্রদানে স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত সাত বছরে মজুরি হিসেবে প্রদেয় হয়েছে ৫,৩৩২ কোটি টাকা, আগের সাত বছরে ছিল ৪,২৪০ কোটি টাকা। আমাদের রাজ্যে ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার চাকরির কার্ড রয়েছে, কর্মীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ২০ হাজার। কার্যদিবসের সংখ্যা ১০০ থেকে বেড়ে ১২৫ দিন হয়েছে। ভি বি-জি রাম জি জল সংরক্ষণ, জল নিরাপত্তা, সম্পদ সৃষ্টি, জীবিকা উন্নয়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গুরুত্ব দিচ্ছে।

তিনি বলেন মনরেগার সময় বামফ্রন্ট সরকারের অধীনে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছিল কিন্তু ভি বি-জি রাম জি এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। পূর্বে কর্মীরা প্রায়শই মজুরি পেতে দেরি হত। এই ব্যবস্থায় মজুরি সরাসরি কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে, যা স্বচ্ছতা ও সময়মতো মজুরি নিশ্চিত করবে।

প্রবীণ আইনজীবীকে গালিগালাজ ও হুমকির অভিযোগে উত্তাল সাব্রুম

এসডিএম বদলির আশ্বাস মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: সাব্রুমে এক প্রবীণ আইনজীবীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক ও আইনি মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অভিযুক্ত সাব্রুমের মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এসডিএম কোর্ট ও দলিল সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাব্রুম বার অ্যাসোসিয়েশন।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাব্রুম মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মঙ্গলবার ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন-এর বরিষ্ঠ সদস্যরা রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানান, তাদের প্রধান দাবি ছিল অভিযুক্ত মহকুমা শাসককে অবিলম্বে বদলি করা।

বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবি মেনে নিয়ে মুখ্যসচিব আশ্বাস দেন যে, দ্রুত ওই আধিকারীকে বর্তমান দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি আইনজীবী সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে ঘটনার একটি গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী সমাধান সূত্র বের করা হবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের দাবি অনুযায়ী, মুখ্যসচিব এদিন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে জানান।

উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারি সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত ভবনে অবস্থিত অস্থায়ী কোর্ট রুমে একটি মামলার শুনানিকালেই এই বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, সেই সময় প্রবীণ আইনজীবী রতন নাথ-এর সঙ্গে এই অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাব্রুমে আইনজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখন প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল।

রাধামালা দেববর্মার তিপ্রা মথায় যোগদান নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: তিপ্রা মথার যোগদান সভায় সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে নিজের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ তুললেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য রাধামালা দেববর্মা। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, তিপ্রা মথায় যোগদানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে জড়িয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে।

রাধামালা দেববর্মা জানান, ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দেমদুম হাই স্কুলে তিপ্রা মথার একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই সময় তিপ্রা মথা কর্মীদের অনুরোধে তিনি সৌজন্যমূলকভাবে তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। তবে সেই সৌজন্য সাক্ষাৎকে ঘিরে কিছু তিপ্রা মথা কর্মী অপপ্রচার চালিয়ে দাবি করেন, তিনি নাকি তিপ্রা মথা দলে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাকে জড়িয়ে শ্লোগান দিতে থাকে দলীয় কর্মীরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা এই অপপ্রচারকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ধরনের মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। বিজেপি নেত্রী রাধামালা দেববর্মা বিজেপির আদর্শে অবিচল রয়েছেন এবং দল পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না বলে স্পষ্ট করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে রাধামালা দেববর্মা নিজেও পুনরায় জানান, তিনি তিপ্রা মথায় যোগদান করেননি এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানান।

আশিস-বীরজিৎ-র নেতৃত্বে কৈলাসহরে কংগ্রেস সেবা দলের রোড মার্চ

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : কৈলাসহর শহরে কংগ্রেস সেবা দলের উদ্যোগে এক বিশাল রোড মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। আজ পদ্মের পাড় এলাকার সংহতি মেলার মাঠ থেকে এই রোড মার্চের সূচনা হয়। পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে। রোড মার্চে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান-সহ কংগ্রেস সেবা দল ও জেলা-শহর কংগ্রেসের একঝাঁক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। কংগ্রেসের পতাকা ও ব্যানার হাতে নিয়ে কর্মীরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র রক্ষার স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন গোটা এলাকা।

এদিন রোড মার্চ শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা অভিযোগ করেন, আরএসএস-এর নির্দেশনায় বিজেপি সরকার রাজ্যের পর রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, দেশের সাংবিধানিক কাঠামোকে দুর্বল করার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জাতীয় কংগ্রেস সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সারা দেশে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস সেবা দলের এই রোড মার্চ সেই উদ্যোগেরই অংশ।

বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় কংগ্রেস সবসময় মানুষের পাশে রয়েছে। বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই ধরনের কর্মসূচি প্রয়োজন।

পৌষ সংক্রান্তি মেলা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: আজ সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, মুঙ্গিয়াকামী বিএসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া বিএসি চেয়ারম্যান ভানলাল রাঙ্খল, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নির্মল সূত্রধর, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাস্টিন জোসেফ, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী ভাষণে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'পৌষ সংক্রান্তি মেলা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র। তিনি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি এলাকার যুব সমাজকে নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকার জন্য আহ্বান জানান। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, আগামী বছর থেকে চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলাকে দু''দিনব্যাপী আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই ধরনের লোকসংস্কৃতিনির্ভর মেলা আয়োজনের মাধ্যমে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুঙ্গিয়াকামী বিএসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলার আহ্বায়ক তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপা দেব।

উপস্থিত অতিথিগণ ফিতা কেটে মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের স্টলগুলির উদ্বোধন করেন। মেলায় কৃষি, মৎস্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মুঙ্গিয়াকামী ও তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লক, তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ প্রশাসনসহ মোট ২০টি স্টল খোলা হয়। অতিথিগণ বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। এদিকে, মেলাকে কেন্দ্র করে সারা রাতব্যাপী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় শিল্পীসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মকর সংক্রান্তিতে উৎসবমুখর ত্রিপুরার গ্রামবাংলা, ঐতিহ্যে ফিরল বাঙালির পার্বণ

ধর্মনগর, ১৩ জানুয়ারি : বাঙালির প্রবাদ বারো মাসে তেরো পার্বণ তারই এক অনন্য সংযোজন মকর সংক্রান্তি। এই পার্বণকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে, বিশেষত ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে দেখা গেল উৎসবের আবহ ও চিরাচরিত লোকসংস্কৃতির অনুশীলন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে মকর সংক্রান্তি এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন, যা আজও গ্রামবাংলায় গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে।

মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন থেকেই গ্রামাঞ্চলে শুরু হয় উৎসবের প্রস্তুতি। বহু এলাকায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়। ভোরবেলায় স্নান সেরে বুড়ির ঘর জ্বালিয়ে আগুনে তাপ নেওয়ার প্রাচীন রীতিও এখনও বহু পরিবারে মানা হয়। এরপর বাড়িতে বাড়িতে চলে পিঠে-পুলির উৎসব ভাপা পিঠে, চিতই, পাটিসাপটা-সহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠের সমাহার নজর কাড়ে। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে দেখা গেছে এক মনোরম চিত্র। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকায় ব্যস্ত নারী-পুরুষ। শিশু থেকে শুরু করে গৃহকর্তা সকলেই মেতে উঠেছেন উৎসবের আনন্দে। গ্রামীণ সংস্কৃতির এই প্রাণবন্ত দৃশ্য যেন নতুন করে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে হারিয়ে যেতে বসা লোকাচার ও ঐতিহ্যে। অন্যদিকে, সংক্রান্তিকে ঘিরে বাজারগুলিতেও লক্ষ্য করা গেছে বাড়তি ব্যস্ততা। বাজারে উঠেছে নানা প্রজাতির বড় বড় মাছ বোয়াল, কাতলা, রুই, ইলিশ, চিতল, পাবদা, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি। মাছের পাশাপাশি মাংসের দোকানগুলিতেও ছিল উপচে পড়া ভিড়। সব মিলিয়ে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্রিপুরার গ্রামবাংলায় আবারও ফিরে এসেছে আনন্দ, ঐতিহ্য ও সামাজিক মিলনের এক উজ্জ্বল ছবি, যা বাঙালির সাংস্কৃতিক শিকড়কে আরও একবার দৃঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিল।

হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে জিবি বাজারে মেগা রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি:শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন ও মহোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার জিবি বাজারে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।রক্তদান শিবিরটি ঘুরে দেখেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, সমাজসেবী পাপিয়া দত্তসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অতিথিরা রক্তদাতাদের এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে জিবি বাজার এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

বিবেকানন্দের জন্মদিবসে ভারতীয়ম পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ: বইমেলায় উৎসাহের জোয়ার

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: ভারতের অন্যতম মহান মনীষী ও বীরপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে আজ একটি উল্লেখযোগ্য ভাবে উদযাপন হলো ত্রিপুরার বই মেলায় লিটল ম্যাগাজিন স্টলে। ২০২৫ সালে ত্রিপুরা সরকারের শ্রেষ্ঠ লিটেল ম্যাগাজিন পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণামূলক পত্রিকা ''ভারতীয়ম-এর একটি বিশেষ মাসিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার বিষয়বস্তু ''বিবেকানন্দ স্মরণাঞ্জলি'', যা স্বামীজির জীবন, দর্শন এবং অবদানকে স্মরণ করে তৈরি করা হয়েছে। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ড. সন্দীপ দেবের তত্ত্বাবধানে এবং সম্পাদক শ্রী চিন্ময় ভট্টাচার্যের সম্পদনায় এই বিশেষ সংখ্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। ''ভারতীয়ম একটি গবেষণামূলক সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে পরিচিত, যা ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সমাজকে কেন্দ্র করে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। গত বছরের সরকারি পুরস্কার এটিকে আরও মর্যাদা দিয়েছে। প্রকাশ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৪তম ত্রিপুরা বইমেলার প্রাঙ্গণে, লিটেল ম্যাগাজিনের স্টলে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাত ধরে এই সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করে, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। বইমেলার দর্শকরা, লেখকরা এবং সাহিত্যপ্রেমীরা এই পত্রিকাটিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকে বলছেন, এই সংখ্যা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠবে। এই প্রকাশনা শুধুমাত্র সাহিত্যিক মূল্যবান নয়, বরং এটি ভারতীয় দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি। ''ভারতীয়ম পত্রিকার এই উদ্যোগ ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে, এবং এটি আগামী দিনে আরও বেশি পাঠকের মন জয় করবে বলে আশা করা যায়। বইমেলায় আগ্রহীরা এখনই এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারেন।

পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সামাজিক কর্মসূচি

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে একাধিক সামাজিক কর্মকাণ্ড। মঙ্গলবার পুর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেবের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজিত

স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় বাৎসরিক ক্রীড়া ও আনন্দোৎসব !

১৩ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া ও আনন্দোৎসব উদযাপন'' করা হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এক প্রয়াসের নাম এই ''স্বর্ণগ্রাম ''- যা গোমতী জেলার ওয়ারেংবাড়িকে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে।

'স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়' হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প। সহযোগিতায় রয়েছে ওয়ারেংবাড়ির গ্লোরি অ্যাকাডেমি। এই প্রকল্পে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরফে স্কুলের আবাসিকদের সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য যথাযথ পুষ্টি, পড়াশোনার সামগ্রী, বই, উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, খেলার কোচ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়। ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় উৎসব উদযাপন'' আসলে স্বর্ণগ্রামের শিশুদের এক আনন্দ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গৌর চন্দ্র সাহা-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন অতিথিরা ও গ্রামের শিশুরা জ্জ এদিনের অনুষ্ঠানে রিয়াং আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামের ছোটরা গান গেয়ে অনুষ্ঠানের শুরু করে। শিশুদের নানা আয়োজনে অনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে উঠে। শেষ হয় গ্রামের ছোটদের ঐতিহ্যবাহী হোজাগিরি নাচ দিয়ে। যা অনুষ্ঠানে এক নয়া মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রীড়াতে বিজয়ীদের পদক ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।ক্রীড়াবিদ ছাত্র আউইনেল রিয়াং এবং ক্রীড়াবিদ ছাত্রী পারমিতা রিয়াং বর্ষসেরার পুরস্কার পান।

পড়াশুনার ক্ষেত্রে বর্ষসেরা ছাত্র হন জুনিয়েল রিয়াং এবং বর্ষসেরা ছাত্রী হন কোয়াল রিয়াং।এদিন ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় আনন্দোৎসব'' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা। সাথে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি সুমন দাশগুপ্ত, অলোক অধিকারী, ত্রিপুরা জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তাবৃন্দ ও যোগগুরু নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। উপস্থিত প্রত্যেকেই স্বর্ণগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, স্কুলের উন্নতি এবং গ্রামের লোকদের জীবনযাপন আরো ভালো করার ব্যাপারে সহযোগিতার কথা বলেন। সমস্ত শিশুদের হাতে নানা উপহার এবং সমস্ত আবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের ও গ্রামবাসীদের হাতে শীত কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

নানা উপহার ও খেলার সামগ্রী পেয়ে শিশুদের আনন্দ ছিলো চোখে পরার মতো।

রূপক সাহা জানান যে "প্রত্যেক বছরের মতো এবারও স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়ের প্রত্যেকের হাতে নানা খেলার সামগ্রী ও কম্বল তুলে দিতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দিত। এই বিশেষ অনুষ্ঠান হলো স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও আবাসিকদের আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করানোর এক প্রয়াস। সবার সাহায্যে স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় এক নতুন উচ্চতায় উঠেছে। সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্জ বিশেষত স্বর্ণগ্রামের মানুষের কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও বলেন, "স্বর্ণগ্রাম প্রকল্পটি আমাদের স্বপ্নকেও ছাপিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এই পথ আরো প্রশস্ত হবে। আরো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। তবে সবাই একসঙ্গে থাকলে এই উদ্দেশ্য পূরণ হবেই।'' অনুষ্ঠান শেষে ছিলো সবাই মিলে একসাথে পঙ্কি ভোজন। এক আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-01-2026, 00:29